জোড়া টর্নেডো

সাগরের মহিষামারি এলাকায় হুগলি নদীর উপর জোড়া টর্নেডো। আতঙ্ক স্থানীয় বাসিন্দা, মৎস্যজীবী, নদীপথে চলাচলকারী নৌকাচালকদের মধ্যে। জোড়া টর্নেডোর দৃশ্য কয়েক মিনিট স্থায়ী হয়

জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

গরম থেকে রেহাই

দক্ষিণের বিভিন্ন জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝোড়ো হাওয়ার সম্ভাবনা। বজ্রপাতের সতর্কতা। ঝড়-বৃষ্টি হলেও আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বজায় থাকবে। উত্তরবঙ্গে আগামী এক সপ্তাহ ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা

রামমন্দিরে চুরি: মুছে ফেলা হয়েছে সব সিসিটিভি ফুটেজ

বিহারে বধূকে গণধর্ষণ, কার্তুজ পাথর, কাঠের টুকরো গোপনাঙ্গে

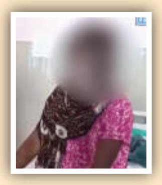

বর্ষ - ২২, সংখ্যা ১৮ ● ১৯ জুন, ২০২৬ ● ৪ আষাঢ় ১৪৩৩ ● শুক্রবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 22, Issue - 18 ● JAGO BANGLA ● FRIDAY ● 19 JUNE, 2026 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

আদানির পকেট ভরাতে রাজ্যে স্মার্ট মিটার-চক্কর

প্রতিবেদন : স্মার্ট মিটার নিয়ে বিজেপির নির্লজ্জ দ্বিচারিতা! মাত্র একবছর আগেই বিরোধী দলনেতা হিসেবে যে শুভেন্দু অধিকারী দিল্লিবাসী গুজরাতি প্রভুদের বিরুদ্ধে গিয়ে রাজ্যে স্মার্ট মিটারের বিরোধিতা করেছিলেন, এখন সেই শুভেন্দুর নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকারই বাংলায় স্মার্ট মিটার 'বাধ্যতামূলক' করার তোড়জোড় করছে! ইতিমধ্যেই সমস্ত সরকারি ভবনে, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার দফতর ও সরকারি কর্মীদের বাড়িতে স্মার্ট মিটার বসানোর নির্দেশিকা প্রকাশ করেছে বাংলার নতুন পদ্ম-প্রশাসন। শিল্পপতি গৌতম আদানির পকেট ভরাতে কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎমন্ত্রী মনোহরলাল খট্টরও বাংলায় এসে ২ কোটি গ্রাহকের বাড়িতে দ্রুত স্মার্ট মিটার বসানোর 'টার্গেট' বেঁধে দিয়েছেন। আবার এই বিদ্যুৎমন্ত্রীই কয়েকমাস আগে সংসদে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, স্মার্ট মিটার বাধ্যতামূলক নয়! কিন্তু তাই যদি হয়, তাহলে 'টার্গেট' বেঁধে দেওয়া কেন? আর কত দ্বিচারিতা করবে বিজেপি?

২০২৪ সালে কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রক কমিশন নির্দেশিকা জারি করে দেশ জুড়ে স্মার্ট মিটার বসানোর ঘোষণা করে। কেন্দ্রের নির্দেশে রাজ্যে পূর্বতন তৃণমূল সরকারও পরীক্ষামূলকভাবে স্মার্ট মিটার বসানোর কাজ শুরু করে। পাইলট প্রজেক্ট হিসাবে উত্তর ২৪ পরগনার কয়েক হাজার বাড়িতে প্রিপেইড স্মার্ট মিটার বসানোর কাজ হয়। কিন্তু সেইসময় কেন্দ্রের ওই স্মার্ট মিটারে বিদ্যুতের বাড়তি বিল আসা নিয়ে মানুষের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ দেখা যায়। বাড়তি খরচের বোঝায় সাধারণ মানুষের সমস্যা হওয়ায় গত (এরপর ৬ পাতায়)

হকার উচ্ছেদ, সন্ত্রাস ও প্রতিহিংসার গ্রেফতারি অবিলম্বে বন্ধের উঠল দাবি

বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে শোভনদেব-সহ পাঁচ বিধায়ক করলেন বৈঠক

প্রতিবেদন : তিন দাবি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে কড়া ভাষায় প্রতিবাদ জানিয়ে এলেন পাঁচ বিধায়কের প্রতিনিধি দল। বৃহস্পতিবার বিধানসভায় হওয়া এই বৈঠকে প্রতিনিধি দলে ছিলেন, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, অশোক দেব, মদন মিত্র, আব্দুর রহিম বক্সি ও কুণাল ঘোষ। স্পষ্ট ভাষায় তিনটি দাবি তুলে ধরেন পাঁচ বিধায়ক। এক, পুনর্বাসন ছাড়া হকার উচ্ছেদ নয়। আগাম জানিয়ে, নোটিশ দিতে হবে, বিকল্প ব্যবস্থাও করতে হবে। দুই, তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-কর্মীদের উপর হামলা ও সন্ত্রাস অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। তিন, রাজ্য জুড়ে চলছে প্রতিহিংসার গ্রেফতারি। এই অনৈতিক কাজ ও পুলিশি অত্যাচার সুস্থ শাসন ব্যবস্থায় চলতে পারে না। মুখ্যমন্ত্রী পদক্ষেপ করুন।

বিধানসভা ভবনে দুপুর পৌনে বারোটা নাগাদ এই বৈঠক শুরু হয়। বৈঠকের শুরুতেই বিধায়কদের পক্ষে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়, হকার উচ্ছেদের কারণে গরিব খেটে খাওয়া মানুষের জীবন-জীবিকা ধূলিসাৎ। তাঁরা আজ পথে এসে বসেছেন। মুখ্যমন্ত্রী জানান, রেলের সঙ্গে রাজ্য যোগাযোগ বাড়াচ্ছে। চেষ্টা হচ্ছে আচমকা যেন উচ্ছেদ না হয়। পাশাপাশি তিনি প্রতিনিধি দলের দাবিকে মান্যতা দিয়ে জানান, তিনিও বিরোধীদের সঙ্গে সহমত। রাজ্য সরকার আগামিদিনে আর বুলডোজার চালাবে না। প্রতিনিধিরা আরও বলেন, অনেক ক্ষেত্রে কিছু দখলদারি তোলা বাধ্যতামূলক থাকে। কিন্তু সেক্ষেত্রেও আগাম জানানো হোক। প্রয়োজনে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলা হোক। কারণ অনেক ক্ষেত্রেই কাউন্সিলরদের কাছে মানুষ দরবার করছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বুলডোজার চলবে না। রেলের সঙ্গে সমন্বয় বাড়ানোর চেষ্টা করছে রাজ্য।

প্রতিনিধিরা বলেন, তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের উপর পরিকল্পিত হামলা হচ্ছে। অনেককেই নানা মামলায় ফাঁসানো হচ্ছে। যেগুলি রাজনৈতিকভাবে হয়রানি করার জন্য করা হচ্ছে, মূলত সেগুলি নিয়েই তাঁরা কথা বলেন।

প্রতিনিধি দলের সাংবাদিক সম্মেলনে বিধায়ক কুণাল ঘোষ কটাক্ষ করে বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেছি, চা-বিস্কুট খাইয়েছেন। দিল্লিতে গ্যারাজের ভিতরে কিংবা বিধানসভায় স্পিকারের ঘরের বাইরে লাইন দিয়ে অপেক্ষা করতে হয়নি আমাদের। ব্যাক ডোর দিয়ে কিছু হয়নি। মাথা উঁচু করে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে গিয়েছি, নির্দিষ্ট বিষয়ে কথা বলে এসেছি। কুণাল জানান, আমাদের বিধায়কদের বসার জায়গা নিয়েও কথা হয়। মুখ্যমন্ত্রী বিষয়টি নিয়ে আলোচনার মাঝেই পরিষদীয় মন্ত্রী (এরপর ৬ পাতায়)

গেরো দর্পণ

কর্কট কর্কটিরা এখন
কুৎসার প্রতিযোগিতার সাক্ষী!
সবাই যদি কুৎসিত হয়?
তবে কুৎসিত পক্ষরা—?
দর্পণে একবার নিজের মুখ দেখো।
ভোলবদলের পালাবদলের
কত দেখে পেলে গেরো দক্ষিণা
তোমাদের-তোমরা দুধেভাতে থাকো
আর মানুষকে গাল দিয়ে রাখো।
তোমাদের বিরুদ্ধেও হোক তদন্ত?
কী ছিলে? আর কি হয়েছো?
আজ নয়তো কাল???
অপেক্ষা করো একপক্ষ দানবরা
পরিণতি তোমাদের কলঙ্ক অধ্যায়ের
ইতিবৃত্ত আঙ্গিকে আসবেই।।

যোগ কেন ব্রিগেডে নয়, প্রশ্ন আদালতের

কেন রেড রোড বন্ধ করে 'যোগ' করবেন প্রধানমন্ত্রী? যোগ দিবসের এই অনুষ্ঠান কি ব্রিগেডে করা যেত না? আদালতে কড়া প্রশ্নের মুখে শুভেন্দু-সরকার। সাতদিন ধরে রেড রোডে সম্পূর্ণ যান চলাচল বন্ধ করে যোগ দিবসের অনুষ্ঠান আয়োজনের জেরে যাত্রী ভোগান্তি নিয়ে রাজ্যকে তিন সপ্তাহের মধ্যে হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ এড়াতে পুলিশ প্রশাসনকে বেশ কয়েকটি কড়া নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। (বিস্তারিত ভিতরে)

প্রথম দশে জয়জয়কার কলকাতার

প্রতিবেদন : প্রকাশিত হল রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার ফলাফল। বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টে থেকে রেজাল্ট ডাউনলোড

রাজ্য জয়েন্টের ফল

করতে পারছেন পরীক্ষার্থীরা। এই বছর ২৪ মে হয়েছিল পরীক্ষা। মাত্র ২৬ দিনের মাথায় এই পরীক্ষার ফল প্রকাশ করল বোর্ড। এ বছর রেকর্ড সংখ্যক (১,২০,৮৫৬ জন) পরীক্ষার্থী এই প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য আবেদন করেছিলেন। উত্তীর্ণ হয়েছেন ৯২,৫৭৩ জন ছাত্রছাত্রী। রাজ্যের মেধাতালিকায় প্রথম শাশ্বত বন্দ্যোপাধ্যায়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়েছেন যথাক্রমে সৌহৃদ্য মণ্ডল ও উমঙ্গ ভুট। মেধাতালিকায় প্রথম দশে কলকাতা ও বৃহত্তর কলকাতা

শাশ্বত বন্দ্যোপাধ্যায়

থেকে আছে ৪ জন। এছাড়া পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে আছে দু'জন, বিষ্ণুপুর, নদিয়া, রানিগঞ্জ, হাওড়া থেকে একজন।

প্রথম স্থান অর্জন করেছেন শাশ্বত বন্দ্যোপাধ্যায়। বিধাননগর এলাকার বাসিন্দা এই কৃতী রাজস্থানের নালন্দা অ্যাকাডেমির ছাত্র। দ্বিতীয় স্থানে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সৌহৃদ্য মণ্ডল, দক্ষিণ ২৪ পরগনা বিবেকানন্দ মিশন স্কুলের ছাত্র। তৃতীয় উত্তর দিনাজপুরের পুরব ইন্টারন্যাশনালের ছাত্র উমঙ্গ ভুট। চতুর্থ স্থানাধিকারী রাহুল কোনার উত্তর ২৪ পরগনার দিল্লি পাবলিক স্কুলের ছাত্র। পঞ্চম হয়েছেন শ্রাবণ ভট্টাচার্য, নদিয়ার বীজপুর গার্ডেন হাইস্কুলের ছাত্র। ষষ্ঠ হয়েছেন অর্হ ভট্টাচার্য, চন্দ্রকোনা জিরাট হাইস্কুলের ছাত্র। সপ্তম স্থানাধিকারী সৃজন সুর (এরপর ৬ পাতায়)

একমুঠো ভাত বেশি চাওয়াতেই রক্তাক্ত পড়ুয়া

প্রতিবেদন : মিড ডে মিলে সামান্য একমুঠো ভাত বেশি চাওয়ায় নদিয়ায় এক খুদে ছাত্রকে মেরে মাথা ফাটিয়ে দিল দায়িত্বে থাকা এক কর্মী। বিজেপি সরকারের 'ভয় আউট ভরসা ইন'-এর যথাযথ নমুনা বটে! বাংলা প্রবাদ আছে 'ভাত দেওয়ার নাম নেই, নাক কাটার গোসাঁই'। তারই যথাযথ প্রয়োগ দেখা গেল নদিয়ার শান্তিপুর থানার কুতুবপুর জুনিয়র হাই স্কুলে। গ্রামের গরিব ছেলেমেয়েদের স্কুলমুখী করতে তাদের জন্য মিড ডে মিলে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। পুষ্টিকর খাবারের ব্যবস্থা

কুতুবপুর জুনিয়র হাইস্কুলের ঘটনা। ইনসেটে লব।

করা হয়েছিল। সেই মিড ডি মিলেই এই ধরনের নৃশংস কাণ্ড দেখে ব্যাপক শোরগোল পড়ে গিয়েছে। অপরাধের মধ্যে মিড-ডে মিল খেতে খেতে একমুঠো ভাত বেশি চেয়েছিল পঞ্চম শ্রেণির এক ছাত্র লব মণ্ডল। অভিযোগ, তাতেই তাকে সপাটে চড় কষায় খাবারের দায়িত্বে থাকা

রাজ্যে স্কুলের এ কী হাল!

দারোয়ান। চড় খেয়ে থালায় মুখ থুবড়ে পড়ে বালকটি। থালার কানা লেগে কেটে যায় কপাল। গলগল করে পড়তে থাকে রক্ত। আহত ছাত্রটি কান্নায় ভেঙে পড়লে স্কুলের অন্য কর্মীরা বিষয়টা দেখতে পেয়ে তড়িঘড়ি (এরপর ৬ পাতায়)

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

তারিখ অভিধান

১৯৮১

সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯৩১-১৯৮১) পরলোক গমন করেন। ভারতে প্রথম এবং পৃথিবীর দ্বিতীয় নল-জাত শিশু দুর্গার সৃষ্টিকর্তা হিসেবে স্বীকৃত। দুর্ভাগ্যজনক ভাবে আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের কাছে তাঁর গবেষণার ফল জানানোর ক্ষেত্রে তিনি পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন বামফ্রন্ট সরকারের দ্বারা প্রচণ্ডভাবে বাধাপ্রাপ্ত হন এবং হতাশ হয়ে ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দের ১৯ জুন আত্মহত্যা করতে বাধ্য হন।

২০০৮

বরুণ সেনগুপ্ত (১৯৩৪-২০০৮) প্রয়াত হন। সাংবাদিক। 'বর্তমান' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। পছন্দ-অপছন্দ বিতর্ক-সমর্থন সব মিলেমিশে সুপুরুষ বরুণ সেনগুপ্ত ছিলেন রীতিমতো 'হিরো'। মজা করে কেউ কেউ বলতেন, সাংবাদিককুলে উত্তমকুমার।

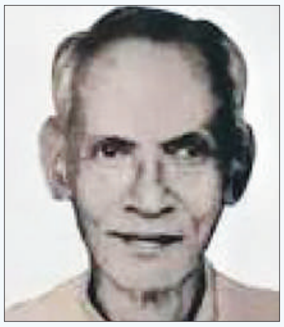

১৯৮২ নলিনী দাস (১৯১০-১৯৮২) প্রয়াত হলেন। ব্রিটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন অন্যতম ব্যক্তিত্ব এবং অগ্নিযুগের বিপ্লবী। ১৯২৯-এর মেছুয়াবাজার বোমার মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হলে তিনি আত্মগোপন করেন। পলাতক অবস্থায় ১৯৩০-এ কলকাতার পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্ট সাহেবকে হত্যা-প্রচেষ্টা মামলায় গ্রেফতার হন। সত্তর বছরের জীবনের ভেতরে ২৩ বছর আন্দামান সেলুলার জেল, ব্রিটিশ ভারতের অন্যান্য জেল, ভারতের জেল ও পাকিস্তানের কারাগারে অতিবাহিত করেন। ২০ বছর ৯ মাস কাটান গোপন পলাতক জীবন। তাঁর লেখা 'স্বাধীনতা সংগ্রামে দ্বীপান্তরের বন্দী' গ্রন্থে তাঁর দীর্ঘ ২৩ বছরের কারাবাস এবং ২০-২১ বছরের পলাতক জীবনের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়।

১৫৯৫ গুরু হরগোবিন্দ (১৫৯৫-১৬৪৪) জন্মগ্রহণ করেন। সাচ্চা বাদশা অর্থাৎ প্রকৃত সম্রাট নামে পরিচিত ছিলেন। ষষ্ঠ শিখ গুরু। মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গির দ্বারা তাঁর বাবা গুরু অর্জনের মৃত্যুদণ্ড হওয়ার পর, ৩০ মে ১৬০৬ সালে, এগারো বছর বয়সে, তিনি গুরুর পদ লাভ করেন।

১৮৯৬ রজনীপাম দত্ত (১৮৯৬ -১৯৭৪) জন্ম নেন। গ্রেট ব্রিটেনের এক শীর্ষস্থানীয় সাংবাদিক ও ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য।

১৯১৯

অক্ষয়কুমার বড়াল (১৮৬০-১৯১৯) প্রয়াত হন। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম সেরা কবি। তখন ঘন ঘন বাংলা বই পাল্টাত না স্কুলে। ফলে বইয়ের এক-একটা গল্প কবিতা বা প্রবন্ধ দশকের পর দশক পঠিত হয়ে ঐতিহ্যের মতো হয়ে যেত। তবে ঐতিহ্য মানেই কিন্তু সম্ভ্রমের দূরত্ব ছিল না। আর ছিল না বলেই সেসময় কয়েক দশক জুড়ে অক্ষয়কুমার বড়াল প্রতি গ্রীষ্মে বাংলার কিশোর-তরুণদের ডাক দিতে পারতেন একেলা জগৎ ভুলে, নদীকূলে পড়ে থাকার। পাঠ্যকবিতা বা গল্পের আনন্দ ও রহস্যময় আবরণ ব্যাখ্যায়, টীকা-টিপ্পনীতে কিছুটা চটে যায়। কিন্তু কী দুর্নিবার শক্তি এই গীতিকবির! সাহিত্য বিশ্লেষণের নীরসতার মাঝখানেও 'মধ্যাহ্নে'র এমনই অলস স্বপন জাল বিছিয়ে গিয়েছেন সেদিন যে আমরা তাতে আজও মজে থাকি গ্রীষ্ম এলেই। অক্ষয়কুমারের হাত ধরেই আমরা অনেকে গ্রীষ্মপ্রেমিক হয়ে গেছি আজীবন। শেষজীবনে আরও একটা আঘাত পেয়েছিলেন বাস্তুচ্যুত হয়ে। কলকাতা ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট যেসব পুরনো বাড়ি ভেঙে ফেলে, তার মধ্যে অক্ষয়কুমারের পৈতৃকভিটাটিও পড়ে যায়। শেষবয়সে ভাড়া বাড়ির জীবন মন ভেঙে দেয় কবির। শরীর তো অনেক আগে থেকেই ভাঙছিল। আজকের দিনে তাঁর সব যন্ত্রণার অবসান ঘটে। 'খসে খসে পড়ে পাতা, মনে পড়ে কত গাথা/ ছায়া-ছায়া কত ব্যথা ঘুরে ধরাধামে'।

কিছুটা স্বস্তি

গরমে হাঁসফাঁস থেকে কিছুটা মুক্তি। আকাশ জুড়ে ঘন কালো মেঘ। অল্প বৃষ্টিতে স্বস্তি।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৭৩৭

■	১	২		৩		৪	■
৫	■		■		■	৬	৭
৮			■		■	■	
	■	■	■	৯			
১০			১১	■	■	■	
	■	■		■	১২		
১৩	১৪	■		■		■	
■	১৫						■

পাশাপাশি : ১. হৃৎপিণ্ডের শব্দ ৬. মঞ্চ ৮. গাছের বা মাছের কাঁটা ৯. নাগাল ১০. যা থেকে শিক্ষা লাভ হয় এমন ১২. অদৃশ্য, নিরুদ্দেশ ১৩. নতুন ১৫. দাঁত তুলে ফেলা।

উপর-নিচ : ২. বাঙালি ও অবাঙালি ভারতীয়ের পদবিবিশেষ ৩. সেইরকম, তেমন ৪. ফতুয়াজাতীয় একধরনের জামা ৫. প্রযুক্তিবিদ ৭. আশা করা এবং আশামতো কিছু পাওয়া ১১. সাষ্টাঙ্গপ্রণাম ১২. অদ্ভুত, আজগুবি ১৪. খারাপ।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৭৩৬ : পাশাপাশি : ২. কাঁড়ার ৪. জবাবি ৬. ভয় ৭. সমরপোত ৮. ত্রিবর্গ ১০. মোদন ১২. অঞ্চলাধ্যক্ষ ১৩. তুষ্ট ১৪. দালান ১৬. পারশে। **উপর-নিচ :** ১. সেবা ২. কাঁচারসিদ ৩. রহিত ৪. জয়ত্রি ৫. বিসর্গ ৯. বহুলাংশে ১০. মোক্ষদা ১১. নতুন ১২. অকৃপা ১৫. লাশ।

১৮ জুন কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৪৯০৫০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৪৯৮০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৪২৩৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	২৪৩৮৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	২৪৩৯৫০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি)

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৯৪.৮৪	৯২.৬০
ইউরো	১০৮.৬৯	১০৬.১৭
পাউন্ড	১২৫.২৯	১২২.৪৪

নজরকাড়া ইনস্টা

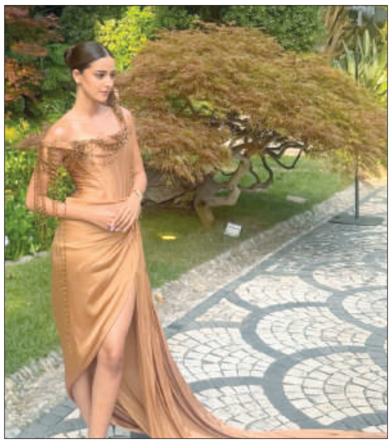

■ অনন্যা পাণ্ডে

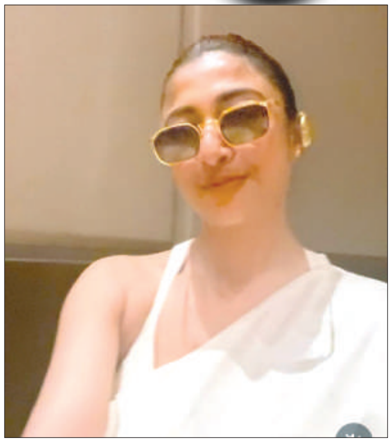

■ পাওলি দাম

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার শহর

19 June, 2026 • Friday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
১৯ জুন ২০২৬
শুক্রবার

রাজ্য ফরেন্সিক বিভাগকে পুলিশমুক্ত রাখতে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হল কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের এজলাসে

জোড়া মামলায় প্রশ্ন হাইকোর্টের ■ অস্বস্তিতে সরকার

বিরোধী দলনেতা পদে কেন একজন বহিষ্কৃত

প্রতিবেদন : তৃণমূলের বহিষ্কৃত বিধায়ককে বিরোধী দলনেতা নিযুক্ত করা নিয়ে বিধানসভার অধ্যক্ষের সিদ্ধান্তে প্রশ্ন তুললেও স্থগিতাদেশ দিল না হাইকোর্ট। বৃহস্পতিবার আপাতত স্পিকারের সিদ্ধান্তই বহাল রেখে হলফনামা প্রদানের নির্দেশ দিলেন বিচারপতি কৃষ্ণা রাও। বিরোধী দলনেতা নিযুক্ত করা নিয়ে স্পিকারের সিদ্ধান্তের বিরোধিতায় মামলা দায়ের করেছিলেন বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। শুনানি শেষে আদালত জানিয়েছে, স্পিকারের সিদ্ধন্তে হস্তক্ষেপ করার মতো আইনগত কিছু খুঁজে পাওয়া যায়নি। তিন সপ্তাহের মধ্যে স্পিকার ও ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে হলফনামা দিয়ে নিজদের বক্তব্য জানাতে নির্দেশ দিয়েছে আদালত। ২৮ জুলাই মামলার পরবর্তী শুনানি।

গত ১৩ মে তৃণমূলের তরফে বিধানসভার অধ্যক্ষ রথীন্দ্রনাথ বসুকে চিঠি দিয়ে জানানো হয়, দলের ৮০ জন বিধায়কের সমর্থন-সহ দলের পরিষদীয় নেতা হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন প্রবীণ বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। তা সত্ত্বেও তাঁকে বিরোধী দলনেতার স্বীকৃতি দেয়নি বিধানসভার সচিবালয়। অষ্টাদশ বিধানসভা গঠন এবং প্রথম অধিবেশন সম্পন্ন হওয়ার পরও কেন তাঁকে এই স্বীকৃতি দেওয়া হল না, তা জানতে তথ্য জানার অধিকার আইন বা আরটিআই করেন বালিগঞ্জ বিধানসভার প্রবীণ বিধায়ক। পাশাপাশি, বিরোধী দলনেতা নিয়ে অধ্যক্ষের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টে এই মামলা দায়ের করেন শোভনদেব। এই প্রসঙ্গে আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, হাইকোর্ট কোনও অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দেয়নি ঠিকই, তবে আমাদের মূল আবেদন গ্রহণ করেছে। আদালত সব পক্ষকে হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে এবং আগামী জুলাই মাসে এই মামলার চূড়ান্ত শুনানি হবে।

রেড রোড বন্ধ করে যোগ কেন নয় ব্রিগেড গ্রাউন্ডে

প্রতিবেদন : কেন রেড রোড বন্ধ করে 'যোগ' করবেন প্রধানমন্ত্রী? যোগ দিবসের এই অনুষ্ঠান কি ব্রিগেডে করা যেত না? আদালতে কড়া প্রশ্নের মুখে শুভেন্দু-সরকার। সাতদিন ধরে রেড রোডে সম্পূর্ণ যান চলাচল বন্ধ করে যোগ দিবসের অনুষ্ঠান আয়োজনের জেরে যাত্রী ভোগান্তি নিয়ে রাজ্যকে তিন সপ্তাহের মধ্যে হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। যদিও হাতে সময় কম থাকায় রেড রোডে প্রধানমন্ত্রীর যোগাসনে কোনও বাধা দেয়নি উচ্চ আদালত। তবে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ এড়াতে এবং জনস্বার্থ সুনিশ্চিত করতে পুলিশ প্রশাসনকে কয়েকটি কড়া নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, যানজট এড়াতে এবং সাধারণ মানুষের যাতায়াত মসৃণ রাখতে পুলিশকে আগেভাগেই বিকল্প রাস্তার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা তৈরি রাখতে হবে। আর আগামী ২১ তারিখ অনুষ্ঠান শেষের সঙ্গে সঙ্গে তৎপরতার সঙ্গে রেড রোড সম্পূর্ণ খালি করে যান চলাচল চালু করতে হবে পুলিশকে!

বছরে দু'বার, কয়েক ঘণ্টার জন্য রেড রোড আটকে ইদের নামাজে ভীষণ আপত্তি বিজেপি সরকারের। দোহাই জনস্বার্থ! সাধারণ মানুষের ভোগান্তিতে বিজেপির যেন কষ্ট আর ধরে না! অথচ সাতদিন ধরে রাস্তা বন্ধ করে যোগদিবস পালনে সব চাঙ্গা সি! রাজ্যের নতুন বিজেপি সরকারের এমন খামখেয়ালি দ্বিচারিতায় দেড়মাসেই অতিষ্ঠ সাধারণ মানুষ। আগামী ২১ জুন, কলকাতায় যোগ দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেই উপলক্ষে সাতদিন ধরে রেড রোড বন্ধ করে তোড়জোড় চলছে। এর জেরে হাইকোর্টমুখী যান চলাচল ব্যাপকভাবে ব্যাহত হয়ে পড়ায় মানুষের ভোগান্তির শেষ নেই। সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগের শিকার হাইকোর্টের আইনজীবীরা।

যোগ দিবসের জন্য গত রবিবার থেকে আগামী রবিবার পর্যন্ত, টানা সাতদিন রেড রোড বন্ধের নির্দেশে আপত্তি জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেছিল অল ইন্ডিয়া ল'ইয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন। বৃহস্পতিবার সেই মামলার শুনানিতে বিকল্প রুটের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, সময়মতো যাতে কলকাতা হাইকোর্টের কর্মচারী এবং আইনজীবীরা গন্তব্যে পৌঁছতে পারেন, সে-বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে। শহরের বাসিন্দারা যাতে কোনও অসুবিধা ছাড়াই তাঁদের গন্তব্যে পৌঁছোতে পারেন সেই বিষয়টাও দেখতে হবে। তবে রেড রোডে যোগ দিবসের অনুষ্ঠান আয়োজনে হস্তক্ষেপ করেনি হাইকোর্ট। বরং অনুষ্ঠান হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে রাস্তা খালি করতে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি! পাশাপাশি, মামলায় সেনাবাহিনীকে সংযুক্ত করার নির্দেশও দিয়েছেন তিনি। সেইসঙ্গে আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের কর্মস্থলে যোগা করা বাধ্যতামূলক হতে পারে না বলে পর্যবেক্ষণে জানিয়েছে আদালত। আগামী ২৪ জুন এই মামলার পরবর্তী শুনানি।

কোষাধ্যক্ষ শুভাশিস

প্রতিবেদন : সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের কোষাধ্যক্ষ নিয়ে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে অনেকরকমের বিভ্রান্তিকর খবর ছড়াচ্ছে। এই নিয়ে দলের তরফে বিষয়টি পরিষ্কার করে দিয়েছেন বেলেঘাটার বিধায়ক তথা মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। ভিডিও বার্তায় তিনি জানিয়েছেন, সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের কোষাধ্যক্ষ প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ছিলেন। বর্তমানে দলের কোষাধ্যক্ষ শুভাশিস চক্রবর্তী। গত ৫ জুন কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠকে দলের তরফে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে বিভিন্নরকমের বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। তাই দলের তরফে স্পষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে, অরূপ বিশ্বাস আমাদের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। কিন্তু ৫ জুনের পর থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের কোষাধ্যক্ষ পদের দায়িত্বে এসেছেন শুভাশিস চক্রবর্তী।

ভাষণ না বিজেপির নির্বাচনী ইস্তাহার?
রাজ্যপালের বক্তব্যে রাজনৈতিক বিতর্ক

প্রতিবেদন : অষ্টাদশ বিধানসভার প্রথম অধিবেশনেই রাজ্যপাল রবীন্দ্র নারায়ণ রবির ভাষণ ঘিরে শুরু হল রাজনৈতিক বিতর্ক। সাংবিধানিক রীতিনীতি অনুযায়ী রাজ্যপালের ভাষণে সরকারের আগামী দিনের নীতিগত রূপরেখা তুলে ধরার কথা। কিন্তু বৃহস্পতিবার রাজ্যের ভাষণে প্রশাসনিক কর্মপরিকল্পনার চেয়ে রাজনৈতিক বক্তব্যই বেশি জায়গা পেয়েছে। সরকারের বক্তব্য বা প্রশাসনিক বিষয় প্রায় নেই তাঁর বক্তব্যে। সেই কারণেই রাজ্যপাল রবির ভাষণ ঘিরে প্রশ্ন উঠে পড়েছে, এটি সরকারের নীতিপত্র, না বিজেপির নির্বাচনী ইস্তাহারের সম্প্রসারিত সংস্করণ?

অনুপ্রবেশ, জনসংখ্যার ভারসাম্য নষ্ট হওয়া, সিন্ডিকেট রাজ, তোলাবাজি, বন্দে মাতরম বাধ্যতামূলক করা, আগের সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ— একের পর এক রাজনৈতিকভাবে রাজ্যপালের ভাষণে স্পর্শকাতর বিষয় উঠে এসেছে। সবচেয়ে বেশি বিতর্ক তৈরি হয়েছে অনুপ্রবেশ প্রসঙ্গে। রাজ্যপাল দাবি করেছেন, দীর্ঘদিনের অবৈধ অনুপ্রবেশে পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে এবং প্রকৃত নাগরিকরা বঞ্চিত হয়েছেন। সেই সঙ্গে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের শনাক্ত করে ফেরত পাঠানোর সরকারি উদ্যোগের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। এখানেই প্রশ্ন, জনসংখ্যার ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার এই দাবি কোন সরকারি সমীক্ষা বা তথ্যের ভিত্তিতে করা হল? বিধানসভার মঞ্চকে ব্যবহার করে কি

রাজনৈতিক মেরুকরণের বার্তা দেওয়া হচ্ছে?

বিতর্কের আরেকটি বড় কেন্দ্র 'বন্দে মাতরম'। রাজ্যের সমস্ত সরকারি স্বীকৃত স্কুল ও মাদ্রাসায় বন্দে মাতরম গাওয়া বাধ্যতামূলক করার সিদ্ধান্তের কথা রাজ্যপাল নিজেই তুলে ধরেছেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দেশপ্রেমের নামে মতাদর্শ চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। বিশেষ করে মাদ্রাসার উল্লেখকে কেন্দ্র করে নতুন করে সংখ্যালঘু রাজনীতির বিতর্কও উসকে উঠতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। এছাড়াও তাঁর ভাষণে বারবার উঠে এসেছে সিন্ডিকেট, তোলাবাজি, অবৈধ কয়লা পাচার, মানবপাচার এবং শাসকের আইনের মতো শব্দবন্ধ। কিন্তু রাজ্যপালের সাংবিধানিক ভাষণে শোভা পায় না রাজনৈতিক আক্রমণ। জাতীয় শিক্ষা নীতি, সীমান্ত সুরক্ষা, অনুপ্রবেশ রোধ, কেন্দ্রীয় প্রকল্প বাস্তবায়ন, শিল্পায়নের নতুন মডেল— সব মিলিয়ে বিজেপির দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক অবস্থানই যেন বিধানসভার মঞ্চ থেকে পুনরায় উচ্চারিত হয়েছে।

নারী নির্যাতনে শূন্য সহনশীলতা
রাজ্যপালের ভাষণ মেনে কি গ্রেফতার করা হবে ঋতব্রতকে

প্রতিবেদন : বিধানসভায় রাজ্যপালের অভিভাষণকে হাতিয়ার করেই ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন বিধায়ক কুণাল ঘোষ। তাঁর প্রশ্ন, রাজ্যপালের ভাষণে যখন স্পষ্ট বলা হয়েছে নারী, শিশু এবং সমাজের প্রান্তিক মানুষের বিরুদ্ধে অত্যাচারের ক্ষেত্রে সরকারের অবস্থান হবে 'শূন্য সহনশীলতা', তখন সেই নীতি কি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে? কুণালের বক্তব্য, রাজ্যপালের ভাষণের ৬ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, মহিলাদের উপর নির্যাতন বরদাস্ত করা হবে না। নারী, শিশু এবং সমাজের প্রান্তিক অংশের বিরুদ্ধে কোনও অত্যাচারকে শূন্য সহনশীলতার চোখে দেখা হবে। যদি সত্যিই সরকার এই অবস্থানে অনড় থাকে, তবে প্রথম পদক্ষেপ হওয়া উচিত ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে। এখানেই থামেননি তিনি। তাঁর দাবি, যাঁর বিরুদ্ধে একজন মহিলার গুরুতর অভিযোগ রয়েছে, তাঁকে বিরোধী দলনেতার আসনে বসানো হয়েছে। রাজ্যপালের ভাষণ যদি শুধুই কাগজে-কলমে না হয়ে বাস্তবের প্রতিশ্রুতি হয়, তবে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবিলম্বে গ্রেফতার হওয়া উচিত। কুণালের আরও প্রশ্ন, কীভাবে তাঁকে বিরোধী দলনেতা করা হল? কোন নৈতিকতার ভিত্তিতে? একদিকে নারী সুরক্ষার কথা বলা হচ্ছে, অন্যদিকে এমন একজনকে বিরোধী দলনেতার পদে বসানো হয়েছে, যার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। এটা কি দ্বিচারিতা নয়?"

নির্মল-হাজিরা

প্রতিবেদন : নতুন করে আরজি কর-কাণ্ডের তদন্ত শুরু করেছে সিবিআই। তদন্তে পানিহাটির প্রাক্তন বিধায়ক নির্মল ঘোষকে তলব করেছিল কেন্দ্রীয় সংস্থা। বৃহস্পতিবার নিউটাউনের সিবিআই দফতরে হাজিরা দেন নির্মল। আরজি কর-কাণ্ডে তাঁর ভূমিকা নিয়ে প্রায় আধঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় প্রাক্তন বিধায়ককে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বন্ধের মুখে

দুটি ঘটনা। রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর মিড-ডে মিলের পরিস্থিতি ঠিক কোন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে তাতেই স্পষ্ট হয়ে যাবে। কুতুবপুর জুনিয়র হাইস্কুল। নদিয়ার শান্তিপুর। সেখানে এতদিন মিড-ডে মিল নিয়ে কোনও অভিযোগ ছিল না। পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র দু'দিন আগে মিড-ডে মিলে একহাতা বেশি ভাত চেয়েছিল। হয়তো প্রবল ক্ষুধার্ত ছিল। সকাল থেকে হয়তো কিছুই খাওয়া হয়নি। তাই পঞ্চম শ্রেণির লব মণ্ডল ভুল করে চেয়ে ফেলেছিল অতিরিক্ত এক হাতা ভাত। পরিবর্তে জোটে কষিয়ে মুখে এক থাপ্পড়। মুখ থুবড়ে পড়ে যায় বাচ্চা ছেলেটি ভাতের থালায়। থালার কোনে লেগে কপাল ফেটে রক্ত পড়তে থাকে। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসা করা হয়। কিন্তু এক হাতা ভাতের জন্য এই শাস্তি! ভাবা যায়। এটাও হতে পারে! এতখানি নৃশংস! অন্যদিকে টাকার অভাবে মিড-ডে মিলের দায়িত্বে থাকা শিক্ষকরা স্কুল শিক্ষা দফতরের দ্বারস্থ হয়েছেন। চিঠি দিয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য, একটি ডিমের দাম ৮ টাকা। আর পড়ুয়া পিছু বরাদ্দ ৬ টাকা ৭৮ পয়সা। চলবে কী করে? মিড-ডে মিল দেওয়া হবে কী করে? মিড-ডে মিলের ৬০ শতাংশ টাকা কেন্দ্রের দেওয়ার কথা। ৪০ শতাংশ রাজ্যের। রাজ্যে তৃণমূল সরকার থাকাকালীন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার ভরতুকি দিয়ে পড়ুয়াদের পাতে পুষ্টি জুগিয়ে যেতেন। কিন্তু এখন ভাগের মা গঙ্গা পায় না। এমন অবস্থা হয়েছে যে কোনও দিন স্কুলগুলিতে মিড-ডে মিল বন্ধ হয়ে যেতে পারে। পেট ভরে খাওয়া তো দূর অস্ত। অথচ এ-নিয়ে একটি শব্দও উচ্চারণ করেনি নতুন সরকার। এক অদ্ভুত রাজত্ব চলছে!

হায় কৃষ্ণনগরের ডালপুরি!

■ কৃষ্ণনগর রেল স্টেশন মানেই শুধু ট্রেনের আসা-যাওয়া নয়, তার সঙ্গে জড়িয়ে ছিল এক বিশেষ স্বাদ, এক দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য— কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত ডালপুরি। বছরের পর বছর ধরে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম ও সংলগ্ন এলাকায় ডালপুরির দোকানগুলি শুধু ব্যবসার কেন্দ্র ছিল না, বরং কৃষ্ণনগরের পরিচয়েরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক হকার উচ্ছেদ অভিযানের পর সেই পরিচিত দৃশ্য আজ অতীত। স্টেশন চত্বরে এখন আর শোনা যায় না সেই চিরচেনা ডাক— 'ডালপুরি, ডালপুরি…'। আর এই নীরবতাই যেন মন খারাপ করে দিচ্ছে আমার মতো নিত্যযাত্রী থেকে দূরপাল্লার যাত্রী— সকলকেই। যে জায়গাগুলো একসময় সকাল থেকে রাত পর্যন্ত মানুষের ভিড়ে সরগরম থাকত, আজ সেখানে শুধু ফাঁকা জায়গা আর স্মৃতির ভার। বহু যাত্রী শুধুমাত্র এই ডালপুরির স্বাদ নেওয়ার জন্য কৃষ্ণনগর স্টেশনে নামতেন। অনেক সময় দেখা যেত, ট্রেন কয়েক মিনিটের জন্য স্টেশনে দাঁড়ালে যাত্রীরা তড়িঘড়ি নেমে ডালপুরি কিনে আবার ট্রেনে উঠে পড়ছেন। হকার উচ্ছেদের পর সেই দৃশ্য আর নেই। স্টেশনে আসা বহু যাত্রীর মুখে এখন একটাই প্রশ্ন— 'কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত ডালপুরি কি আর পাওয়া যাবে না?' কাজের সূত্রে আমাকে সপ্তাহে অন্তত দু-দিন কৃষ্ণনগর আসতেই হয়। আর কৃষ্ণনগর আসা মানেই স্টেশনের গৌর কেবিনের ডালপুরি আমায় খেতেই হবে। কিন্তু আজ জায়গাটা পুরো ফাঁকা। খুব খারাপ লাগছে দেখে। দু'বছর ধরে গড়ে-ওঠা অভ্যাস স্টেশনে এসে ডালপুরি খেতে হবে, সেটা আর থাকল না। কৃষ্ণনগরের ডালপুরির যে সুনাম তৈরি হয়েছে, তা একদিনে হয়নি। বছরের পর বছর কঠোর পরিশ্রম এবং মানুষের ভালবাসার ফলেই এই পরিচিতি এসেছে। কিন্তু বুলডোজারের গুঁতোয় একদিনের মধ্যে সবকিছু শেষ হয়ে গেল! কৃষ্ণনগর স্টেশনের অন্যতম আকর্ষণই ছিল এই ডালপুরি। প্রতিদিন অফিসযাত্রী, ছাত্রছাত্রী, ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে দূরপাল্লার যাত্রীরা এই দোকানগুলিতে ভিড় জমাতেন। গরম-গরম ডালপুরির সঙ্গে আলুর তরকারির এই স্বাদ অনেকের কাছেই ছিল কৃষ্ণনগরের স্মৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। আজ সেই স্বাদ ও পরিবেশ পুরোপুরি হারিয়ে গেল।

—সোনালি ঘোষ, কল্যাণী, নদিয়া

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

সাপ, শকুন আর শেয়ালের উৎপাত
তটস্থ ভারতীয় গণতন্ত্র

মোদির জমানায় ক্ষমতা দখলের রাজনীতি একটা অন্য মাত্রা পেয়েছে।

অতীতে একাধিক রাজ্যে দেখা গিয়েছে, নির্বাচিত দলের জনপ্রতিনিধিদের নানা টোপ দিয়ে ভাঙিয়ে এনে সরকার ফেলে দেওয়া হয়েছে। এর অন্যতম সাক্ষী মহারাষ্ট্র। বিরোধীদের সম্মিলিত অভিযোগ দল, মোদির সরকার ইডি, সিবিআই-সহ কেন্দ্রীয় এজেন্সি দিয়ে নানা সময়ে তল্লাশির নামে হেনস্তা করে, ভয় দেখিয়ে দল ভাঙাচ্ছে।

এর জেরে সরাসরি কেউ বিজেপিতে যোগদান করেছে। অনেকে আবার আলাদা দলের অস্তিত্ব নিয়েই এনডিএ-র শরিক হয়ে যাচ্ছে!

এই খেলাটাই এবার নয়া আঙ্গিকে।

এই ব্যবস্থার প্রথম পর্যায়ে দেশের নির্বাচন কমিশনকে কাজে লাগিয়ে ভোটে কারচুপি করা হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধনের নামে প্রকৃত ভোটারদের একাংশকে বাদ দেওয়া এবং ভোট গণনার সময়ে ইভিএম-এ কারচুপি। পশ্চিমবঙ্গে আমরা এসব দুই চোখভরে দেখেছি। পশ্চিমবঙ্গে ২০২৬-এর ভোটে অন্তত ১০০টি আসনে ভোট লুটের অভিযোগ উঠেছে। কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, দিল্লি, হরিয়ানাতেও লক্ষ লক্ষ ভুয়ো ভোটার ঢুকিয়ে বিজেপি ক্ষমতা দখল করেছে।

কিন্তু শুধু রাজ্য দখল করলে চলবে না। ২০২৯-এ লোকসভা ভোটে জয় নিশ্চিত করতে হবে।

এজন্য কৌশল হিসাবে আসন পুনর্বিন্যাস ও মহিলা সংরক্ষণ বিল পাশ করাতে সংবিধান সংশোধন করতে হবে।

সেজন্য লোকসভা, রাজ্যসভার দুই কক্ষেই দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন চাই, যা এখনও অধরা। আর তাই চালু হয়েছে কৌশলের দ্বিতীয় স্তর।

মরিয়া বিজেপি 'অপারেশন লোটাস'-এর দ্বিতীয় পর্ব।

লোকসভার ৫৪৩ জন সাংসদের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ মানে ৩৬২ জনের সমর্থন দরকার। বর্তমানে এনডিএ-র সাংসদ সংখ্যা ২৯৪।

এর সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের ২০ জন জোড়া ফুল প্রতীকে বিজেপি বিরোধী ভোটে জিতে জনবিচ্ছিন্নতাকে আঁকড়ে ধরে বিজেপির গালে চুমু দিতে চাওয়া গদ্দারগুলোর ভোট নিশ্চিত হলে সংখ্যাটা দাঁড়াবে ৩১৪।

ধরা যাক, 'ইন্ডিয়া' মঞ্চের উপর বিরক্ত তামিলনাড়ুর ডিএমকে দলের ২২ জন সাংসদ সরকারের পক্ষে ভোট দিতে রাজি হলেন। তাহলে এনডিএ-র পক্ষে ভোট পড়বে ৩৩৬টি। তাহলেও দুই-তৃতীয়াংশ থেকে ২৬টি কম।

সুতরাং, ঘাটতি পূরণ করতে বিজেপি মহারাষ্ট্রের উদ্ধব থ্যাকারের শিবসেনা, শরদ পাওয়ারের এনসিপি, ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার সাংসদদের 'টার্গেট' করেছে বিজেপি।

এছাড়া, কয়েকটি ছোট দলের সাংসদ প্রভৃত 'প্রলোভন'-এর হাতছানি কিংবা কেন্দ্রীয় এজেন্সির ভয়ে ডিগবাজি খেতে পারেন।

একইভাবে রাজ্যসভায় এনডিএ-র সাংসদ সংখ্যা ১৪৮। তৃণমূলের তিনজন সাংসদ ইতিমধ্যে ইস্তফা দেওয়ায় সেই আসলগুলিতে বিজেপির জয় নিশ্চিত করতে মরিয়া।

সেক্ষেত্রে সংখ্যাটা বেড়ে হবে ১৫১।
তাতেও ঘাটতি থাকবে ১২টি আসন।

> এ এক বিচিত্র নষ্টামি চলছে মোদি শাসিত ভারতে। গণতন্ত্রের পঞ্চত্ব প্রাপ্তি উদযাপিত হচ্ছে অহরহ। লিখছেন
> **দেবলীনা মুখোপাধ্যায়**

সুতরাং আদাজল খেয়ে মাঠে নেমেছেন বিজেপি'র 'খেলোয়াড়রা'। কিংবা বাজার করতে বেরিয়ে পড়েছেন মোদি-শাহের বাজার সরকাররা।

তাদের হাতে আছে তিনটি আয়ুধ।

ভারতের সংসদীয় রাজনীতিতে জনপ্রতিনিধিদের একাংশের নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। এক দলের হয়ে ভোটে জিতে পরে অন্য দলে ভিড়ে যাওয়ার নজিরও কম নেই। বিজেপি আমলে এই প্রবণতা নিঃসন্দেহে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। কিন্তু ভোটে দল হারা মাত্র একমাসের মধ্যে সাংসদদের অনেকের এমন গণহারে ডিগবাজি খাওয়ার নজির একেবারে অভূতপূর্ব।

কিন্তু এতেও বিজেপি তার অভীষ্ট সংখ্যায় পৌঁছাতে পারছে কই? তাই চলছে আর একটা পর্বের প্রস্তুতি।

তৃতীয় স্তরের কৌশল।

সেজন্যই রাজ্যসভা ভোটে 'ক্রস ভোটিং'। ঝাড়খণ্ডে কংগ্রেস প্রার্থী প্রণব ঝাকে হারিয়ে জয়ী হলেন বিজেপি সমর্থিত পরিমল নাথওয়ানি।

ঝাড়খণ্ডে এবার প্রত্যেক প্রার্থীকে জিততে হলে ২৮ জন বিধায়কের সমর্থন প্রয়োজন। এর মধ্যে 'ইন্ডিয়া' মঞ্চের পক্ষে ছিল ঠিক ৫৬ জনের সমর্থন। যার মধ্যে জেএমএমের ৩৪ জন বিধায়ক, ১৬ জন কংগ্রেস, চারজন আরজেডি ও দু'জন সিপিআই (এমএল) বিধায়ক রয়েছেন। জেএমএম প্রার্থী বৈদ্যনাথ পেয়েছেন ৩০টি প্রথম পছন্দের ভোট। তাদের সহযোগী কংগ্রেসের প্রণব ২০টি। অথচ 'ইন্ডিয়া'র ৫৬ জন বিধায়ক ছিলেন। সেই হিসাবে মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের দলের প্রার্থী ৩০টি ভোট পেলে কংগ্রেসের ২৬টি পাওয়ার কথা ছিল।

উল্টোদিকে এনডিএ-র পক্ষে ছিলেন ২৪ জন বিধায়ক— ২১ জন বিজেপি বিধায়কের পাশাপাশি এজেএসইউ (আজসু), জেডিইউ, এলজেপি (রামবিলাস)-এর একজন করে। একজন নির্দলও শেষ মুহূর্তে এনডিএ শিবিরে গিয়েছিলেন। কিন্তু শিল্পপতি পরিমল ভোট পেয়েছেন ২৮টি।

তার মানে, অর্থের প্রলোভন ও তদন্তের ভয় দেখিয়ে চারজন আরজেডির বিধায়ক কেনা হয়েছে। বিজেপির দু'জন এবং কংগ্রেসের একজন বিধায়কের ভোট বাতিল হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। সুতরাং, কার্যক্ষেত্রে ক্রস ভোটিং যা আশঙ্কা করা হয়েছিল তার চেয়ে আরও বেশি হয়েছে।

হরিয়ানা এবং হিমাচল প্রদেশে পরিষদীয় পাটিগণিতের হিসাবে পিছিয়ে থেকেও 'ক্রস ভোটিং'-এ ভর করে কংগ্রেস প্রার্থীকে হারিয়েছে বিজেপি। এ বার তার পুনরাবৃত্তি হল ঝাড়খণ্ডে।

এখানেই শেষ নয়। আরও আছে বাকি।

২০২৭ সালের উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনের আগেই সমাজবাদী পার্টির বেশ কয়েকজন সাংসদ তলে তলে বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন এবং তাঁরা দল ছাড়তে প্রস্তুত। যোগী মন্ত্রিসভার সদস্য ও সুহেলদেব ভারতীয় সমাজ পার্টির প্রধান ওমপ্রকাশ রাজভর একটি পোস্ট করে সোশ্যাল মিডিয়ায় দাবি করেন, অখিলেশ যাদব জমানার পুরনো খনি কেলেঙ্কারি এবং গোমতী রিভার ফ্রন্ট কেলেঙ্কারির তদন্তের ফাঁস যত শক্ত হচ্ছে, সপা-র অন্দরে তত ছটফটানি বাড়ছে। এমনকী প্রবীণ নেতা রামগোপাল যাদব কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের কাছে চিঠি দিয়ে বিজেপিতে যাওয়ার রাস্তা খুঁজছেন বলেও দাবি করেন তিনি। এর পরই উপ-মুখ্যমন্ত্রী কেশবপ্রসাদ মৌর্য দাবি করেন, সপা-র অন্তত ২৫ থেকে ২৬ জন সাংসদ দল ছাড়ার অপেক্ষায় রয়েছেন।

সব মিলিয়ে নোংরামি আর নষ্টামির চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটাচ্ছে বিজেপি।

সাপ, শকুন আর শেয়ালের দল ঘুরে বেড়াচ্ছে এখন সংসদীয় রাজনীতির অলিন্দে। সৌজন্যে বিজেপি।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রাজ্য

19 June, 2026 • Friday • Page 5 || Website - www.jagobangla.in

৫
১৯ জুন ২০২৬
শুক্রবার

বিদ্যাধরী নদী থেকে উদ্ধার অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির দেহ। খাসবালান্দা গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসাবাটি এলাকার ঘটনা। বুধবার বিকেলে বছর ৪০-এর ওই ব্যক্তি নদীতে পড়ে যান। তদন্তে হাড়োয়া থানা

নাবালককে যৌন নির্যাতন
২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড

সংবাদদাতা, হাওড়া : শিশুকে যৌন নির্যাতন ও নৃশংস অত্যাচারের ঘটনায় অভিযুক্তের ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০ হাজার টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে আরও ২ বছরের কারাদণ্ডের আদেশ দিল হাওড়া পকসো আদালত। পাশাপাশি নির্যাতিতকে ২ লক্ষ টাকা আর্থিক ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ২০২০ সালের একটি মামলার চূড়ান্ত শুনানিতে এই রায় দেন পকসো আদালতের বিচারক মধুছন্দা বসু। ঘটনার সূত্রপাত ২০২০ সালের ২২ জানুয়ারি। ওইদিন সন্ধ্যায় কেবল লাইনের মাসিক টাকা নেওয়ার জন্য অভিযোগকারিণীর বাড়িতে যায় আমিনুর রহমান এবং অপর এক ব্যক্তি মহিদুল মল্লিক। আমিনুর রহমান টাকা নিয়ে চলে যাবার কিছুক্ষণ পর অভিযোগকারিণী তাঁর বাচ্চার কান্নার আওয়াজ শুনতে পান। বাইরে এসে দেখেন তাঁর ৯ বছরের নাবালক পুত্র কান্নাকাটি করছে আর আসামি মহিদুল মল্লিক পালিয়ে যাচ্ছে। তিনি তখন তাঁর নাবালক পুত্রকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারেন যে আসামি মহিদুল মল্লিক তাঁর শিশুপুত্রকে যৌন নির্যাতন করেছে। ২০২০ সালের ২৩ জানুয়ারি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়া, সাক্ষ্যগ্রহণ এবং উভয়পক্ষের সওয়াল-জবাব শেষে সমস্ত তথ্যপ্রমাণ ও নথিপত্র খতিয়ে দেখে বিশেষ পকসো আদালতের বিচারক মধুছন্দা বসু অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করেন।

ডিমের দাম ৮ টাকা ● পড়ুয়া পিছু বরাদ্দ ৬.৭৮ টাকা
মিড ডে মিলে অব্যাহতি চান প্রধান শিক্ষকরা

প্রতিবেদন : ডিমের দাম ৮ টাকা। এদিকে মিড ডে মিলে পড়ুয়া পিছু বরাদ্দ ৬ টাকা ৭৮ পয়সা। এই যৎসামান্য টাকায় ডিম-ভাত তো দূর, নুন-ভাত জোটানোই অসম্ভব। যেখানে পড়ুয়াদের পুষ্টি জোগাতে ব্যর্থ রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার সেখানে ডিম ছুঁড়ে বাঁদরামি শুরু করেছে বিজেপি। কেন্দ্রের এই মূল্যবৃদ্ধির চক্করে পড়ুয়াদের পাতে পুষ্টি জোগাতে হিমশিম খাচ্ছেন শিক্ষকরা। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের বেলাগাম দাম ও কেন্দ্রীয় বরাদ্দে চরম কার্পণ্য— এই দুই সাঁড়াশী চাপে পিষ্ট হয়ে অবশেষে মিড-ডে মিলের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চেয়ে স্কুলশিক্ষা দফতরের দ্বারস্থ হয়েছেন রাজ্যের শিক্ষকরা। এই নিয়ে স্কুল শিক্ষা দফতরে চিঠি দিয়েছেন প্রধান শিক্ষকরা। তাঁদের আবেদন, সরকার তৃতীয় পক্ষের কোনও সংস্থাকে এই দায়িত্ব দিক।

মিড ডে মিলের ক্ষেত্রে ৬০ শতাংশ কেন্দ্রের এবং ৪০ শতাংশ রাজ্যের দেওয়ার কথা। কেন্দ্রের বঞ্চনা সত্ত্বেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার নিজের তহবিল থেকে অতিরিক্ত ভর্তুকি দিয়ে ক্ষুদে পড়ুয়াদের পাতে পুষ্টি জুগিয়ে যেত। নিজের সীমিত ক্ষমতার মধ্যেও তৎকালীন রাজ্য সরকার অতিরিক্ত ডিম বা ফলের ব্যবস্থা করার জন্য

ফান্ড রিলিজ করেছিল। কিন্তু পালা বদল হতেই পেটে লাথি পড়তে চলেছে একরত্তিদের। মিড ডে মিলে পেট ভরে খাবার খাওয়ার জন্য পড়ুয়ারা স্কুলে আসতে শুরু করেছিল। ফলে কমেছিল স্কুলছুটের সংখ্যা। কিন্তু এবার সেই মিড ডে মিলেই টান পড়লে আবার স্কুল ছুট বাড়তে পারে বলেই মত সংশ্লিষ্ট মহলের।

পিএম পোষণ প্রকল্পের ৬০ শতাংশ টাকা দেওয়ার কথা কেন্দ্রের। কিন্তু বাজারে জিনিসপত্রের দাম যেভাবে বাড়ছে, সেই অনুপাতে বরাদ্দ বাড়াতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ মোদি সরকার। নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে এবং বাংলার শিশুদের পুষ্টি বন্ধ করতে বিজেপি জেনেবুঝে এই আর্থিক সংকট তৈরি করে রেখেছে।

মূল্যবৃদ্ধির এই দানবীয় নীতি, বাংলার শিশুদের ক্ষুধার্ত রেখে যারা রাজনৈতিক ফায়দা কায়েম করার যে অভিসন্ধি বিজেপি নিয়েছে তার জবাব বাংলার মানুষ দেবে।

মেঘের ঘনঘটা সত্ত্বেও ছিটেফোঁটা বৃষ্টি। ভিজল শহর কলকাতা। — সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

অস্বস্তিকর গরম থেকে মিলবে রেহাই, পূর্বাভাস

প্রতিবেদন : জ্বালাপোড়া গরম থেকে রেহাইয়ের কথা শোনাল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। বৃহস্পতিবার দুপুরের পর থেকে আকাশ কালো করে আসে। সন্ধ্যা থেকে ঝোড়ো হাওয়া দিতে শুরু করে। শুক্রবারও দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝোড়ো হাওয়ার সম্ভাবনার কথাও জানানো হয়েছে। বজ্রপাতের সতর্কতাও জারি করা হয়েছে। কোথাও কোথাও ৪০-৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত বেগে বইতে পারে দমকা হাওয়া। কিন্তু বিক্ষিপ্ত ভাবে ঝড় বৃষ্টি হলেও আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বজায় থাকবে। কলকাতা সহ আশপাশের এলাকায় এই অস্বস্তি বেশি থাকবে। তবে উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলায় আগামী এক সপ্তাহ ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় আলিপুরদুয়ারের জয়বীরপাড়া চা-বাগানে সর্বাধিক ১৮ সেন্টিমিটার বৃষ্টি রেকর্ড করা হয়েছে। টানা বৃষ্টির জেরে নদী-নালা ও নিচু এলাকাগুলিতে জল জমার আশঙ্কাও বাড়ছে। আবহাওয়ার এই হঠাৎ পরিবর্তনের জন্য সমুদ্র উত্তাল থাকবে। তাই মৎস্যজীবী ও উপকূলের পর্যটকদের জন্য সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বজ্রবিদ্যুতের সময় খোলা জায়গায় না থাকা, বড় গাছ বা বৈদ্যুতিক খুঁটির নীচে আশ্রয় না নেওয়া এবং জরুরি প্রয়োজন ছাড়া বাইরে না বেরোনোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

টাকিতে বেআইনি নির্মাণ ভাঙার নোটিশ, মামলা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বসিরহাট : পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের নির্দেশমতো বেআইনি নির্মাণ চিহ্নিত করে ভাঙার নির্দেশ দিল টাকি পুরসভা। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সেই নির্দেশ চ্যালেঞ্জ করেই মামলা দায়ের হল কলকাতা হাইকোর্টে। শুধু তাই নয়, যে চেয়ারম্যানের অনুমতিতে এই সমস্ত বেআইনি নির্মাণ, তাঁর চিহ্নিতকরণের কাজে পক্ষপাতদুষ্টের অভিযোগও তোলা হয়েছে।

গত ১৫ মে পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের তরফে জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে স্থানীয় পুর প্রশাসনকে বলা হয়েছে, অবিলম্বে এক্তিয়ারবহির্ভূত বেআইনি নির্মাণ চিহ্নিত করে কড়া পদক্ষেপ নিতে হবে। সেই মতো পুর প্রশাসনের তরফে চিহ্নিত করে ইছামতী নদীর বাঁধ সংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত একটি বেসরকারি হোটেল কর্তৃপক্ষকে একটি ডেমোলিশন অর্ডার নোটিশ জারি করা হয়েছে। নোটিশে হোটেল কর্তৃপক্ষকে সাত দিনের মধ্যে অননুমোদিত অংশ ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এদিকে এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করেই মামলা গড়িয়েছে হাইকোর্টে। বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরীর এজলাসে জরুরি ভিত্তিতে মামলা দায়ের করা হয়েছে। টাকির বাসিন্দাদের একাংশের বক্তব্য, পুর প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। মহকুমা শাসকের নেতৃত্বে কমিটি গঠন করে তদন্ত হোক।

সাগরদ্বীপে হুগলি নদীর উপর হঠাৎ জোড়া টর্নেডো
ঝড়ের তাণ্ডব ও জলস্তম্ভে বিপদে ট্রলার-নৌকা

প্রতিবেদন : দুপুর গড়াতেই কালো অন্ধকারে ঢাকল এলাকা। সাগরদ্বীপের মহিষামারি এলাকায় হুগলি নদীর উপর বেলা সাড়ে ১১টা নাগাদ একসঙ্গে দুটি টর্নেডোর প্রভাবে জলস্তম্ভ তৈরি হতে দেখা যায়। আচমকা তৈরি হয় দুটি বিশাল টর্নেডো বা জলের ঘূর্ণিঝড়। মেঘ-ভাঙা বৃষ্টির মাঝেই এই জোড়া টর্নেডো ধেয়ে আসে। এই দৃশ্য দেখে গঙ্গার দুই পাড়ের মানুষের মধ্যে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ঝড়ের তীব্রতায় নদীর জল কয়েক ফুট উঁচুতে লাফিয়ে উঠছিল। জলস্তম্ভ দুটি নদীর ওপর দিয়ে বেশ কিছুটা পথ এগিয়ে যায়। জোড়া টর্নেডোর কারণে নদীতে থাকা বেশ কিছু নৌকা এবং ট্রলার বিপদে পড়ে। মাঝিরা তাড়াহুড়ো করে নৌকা নিয়ে পাড়ে চলে আসেন। নদীপাড়ের দোকানপাট এবং বাড়িঘরের মানুষ ভয়ে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেন। তবে স্বস্তির বিষয় এই যে, ঘূর্ণিঝড় দুটি ডাঙায় আছড়ে পড়েনি। নদীর ওপরেই কিছুক্ষণ তাণ্ডব চালিয়ে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়। আবহাওয়াবিদদের মতে, এমন জোড়া টর্নেডো বা 'ওয়াটার স্পাউট' অত্যন্ত বিরল। তীব্র গরম এবং বাতাসে অতিরিক্ত আর্দ্রতার কারণে ছোট জায়গায় বজ্রগর্ভ মেঘ তৈরি হয়ে এই ঘটনা ঘটেছে। পরের কয়েক ঘণ্টা নদীর পাড়ে থাকা মানুষকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল।

টর্নেডোর প্রভাবে জলস্তম্ভ তৈরি হতে দেখা যায়।

রাজ্য

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পদত্যাগ করলেন নবদ্বীপ পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান শচীন্দ্র বসাক। ইস্তফা দেওয়ায় পুরসভার কাজ চালানো নিয়ে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। তবে কাউন্সিলর পদে রয়েছেন তিনি

পরিবর্তন-ঝড়ে বদলে গেল ঠিকানা, উধাও মেট্রোর পিলার

লোক হাসাচ্ছে কলকাতা পুরসভা

প্রতিবেদন : রবিবার শহরে আসবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রেড রোডে যোগাসনের ফটোশুট করবেন বিদেশ-ফেরত মহামানব। তার জন্য তিলোত্তমা জুড়ে সাফাই অভিযান চালাচ্ছে কলকাতা পুরসভা। আর সাফাইয়ের পর শহরের বিভিন্ন জায়গার 'বিফোর-আফটার' ছবি পোস্ট হচ্ছে পুরসভার সোশ্যাল মিডিয়া পেজে। কিন্তু শহর পরিষ্কার করে মানুষকে পরিচ্ছন্নতার প্রমাণ দিতে গিয়ে কার্যত লোক হাসাচ্ছে কলকাতা পুরসভা! 'বিফোর-আফটার' ছবির মধ্যে কোথাও সাফাই ঝরে বদলে গিয়েছে ঠিকানা। কোথাও অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশে আকাশপাতাল পার্থক্য। কোথাও খাল পরিষ্কার করতে গিয়ে গোটা মেট্রোর পিলারও সাফ হয়ে গিয়েছে। কোথাও আবার অবিশ্বাস্যভাবে মাত্র ৩ মিনিটের মধ্যেই জঞ্জাল পরিষ্কার! এমনকী, ছবিগুলি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে 'বানানো' বলেও অভিযোগ উঠেছে। কলকাতা পুরসভার ফেসবুক পেজে শহর পরিষ্কারের এই বহর দেখে রীতিমতো হাসাহাসি পড়ে গিয়েছে।

সম্প্রতি সুকৌশলে কলকাতার নির্বাচিত পুরবোর্ড ভেঙে দিয়ে প্রশাসক বসিয়েছে রাজ্যের নয়া বিজেপি সরকার। ভোটের সময় কমিশনের তরফে নিযুক্ত পুর-কমিশনার স্মিতা পাণ্ডেকেই প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তারপর থেকেই কলকাতা পুরসভার কাজকর্মে ব্যাপক বিতর্ক শুরু হয়েছে। আগামী ২১ জুন, বিশ্ব যোগ দিবসের আগে বাংলা ও বাঙালির পুরসভা হিন্দি ভাষায় কর্মসূচি নিয়েছে, স্বচ্ছতা সে স্বাগত! বিগত কয়েকদিন ধরে শহর জুড়ে চলছে সেই সাফাই অভিযান। কিন্তু পুরসভার ফেসবুক পেজে কাজের প্রমাণস্বরূপ পোস্ট করা ছবিতে ধরা পড়ছে একের পর এক গোলমাল। যেমন, আদিগঙ্গার ধারে কালীঘাটের ২৩২ নং অনামি সংঘের ঘাটে সিঁড়িগুলি কাদা জমে পিচ্ছিল হয়ে পড়েছিল। কিন্তু সাফাইয়ের পর পুরসভার দেওয়া ছবিতে ঠিকানা বেমালুম পাল্টে হয়ে গিয়েছে আলিপুরের ঈশ্বর গাঙ্গুলি স্ট্রিট। বদলে গিয়েছে অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশ এবং পিনকোডও!

অন্যদিকে, ৩০২৮ নং গড়িয়া স্টেশন রোড, বৈদ্যপাড়া এলাকায় মেট্রো লাইনের নিচে, আদিগঙ্গায় মেট্রো পিলারের চারপাশে জমেছিল আবর্জনা। কিন্তু সাফাইয়ের পর ঠিকানা বদলে গিয়ে হয়েছে ৫৪ নং গড়িয়া স্টেশন রোড। শুধু তাই নয়, পুরসভার সাফাই-ঝড়ে উড়ে গিয়েছে মেট্রোর পিলারও! আবার, ভবানীপুরের পটুয়াপাড়ায় জঞ্জাল-ভর্তি রাস্তা সাফ হয়েছে মাত্র ৩ মিনিটেই! অর্থাৎ, পুরসভার ফেসবুক পেজে পরিষ্কারের আগে-পরে সময়ের পার্থক্য মাত্র তিন মিনিট। দু'মিনিটের ম্যাগি তৈরির চেয়েও কলকাতা পুরসভার সাফাই অভিযানের 'দ্রুততা' হাসির খোরাক হয়ে উঠেছে। কমেন্ট সেকশনে একজন লিখেছেন, ডাবল ইঞ্জিনের কী ক্ষমতা! মাত্র ১৭ মিনিটেই পিনকোড পাল্টে কালীঘাট হয়ে গেল আলিপুর! আর এক নেটাগরিক লিখেছেন, মেট্রোর পিলারটাও কি ওয়াশিং মেশিনে ভ্যানিশ হয়ে গেল? একজন আবার কটাক্ষ করে লিখেছেন, এরকম কাজ করলে আপনাদের ভারততন্ত্র আটকায় কার সাধ্য!

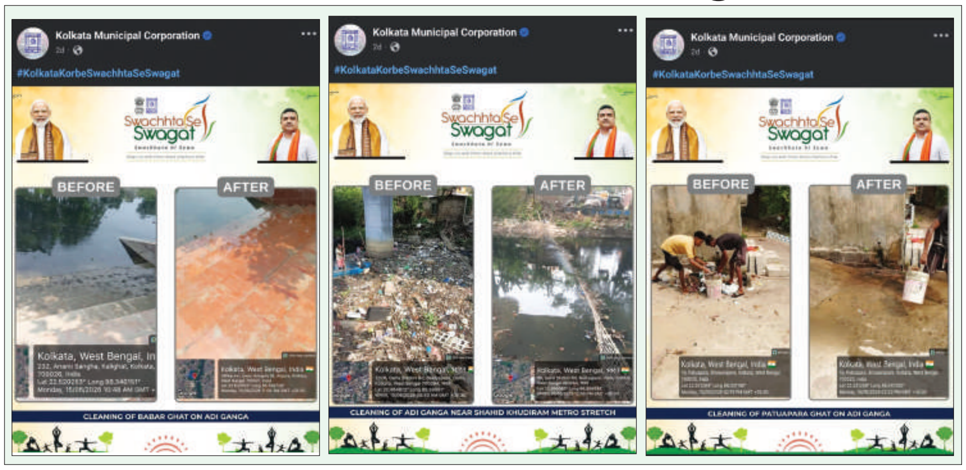

সাফাইয়ের নামে কলকাতা পুরসভার ছবিতে কারচুপি।

রাজ্যে স্মার্ট মিটার-চক্কর

(প্রথম পাতার পর) বছরের জুলাই মাসে বিধানসভায় দাঁড়িয়ে রাজ্যের প্রাক্তন বিদ্যুৎমন্ত্রী জানিয়ে দেন, কেন্দ্রের চাপিয়ে দেওয়া স্মার্ট মিটারে সাধারণ মানুষের বাড়তি বিল-ভোগান্তির কথা মাথায় রেখে এ-রাজ্যে স্মার্ট মিটার বসানো বন্ধ হচ্ছে!

মজার ব্যাপার হল, সেইসময় মানুষের ভোগান্তিকে ইস্যু করতে গিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে গিয়ে স্মার্ট মিটারের বিরোধিতা করেছিলেন রাজ্যের তৎকালীন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু! গতবছরের ৩০ মে, সাংবাদিক বৈঠক করে শুভেন্দু বলেছিলেন, স্মার্ট মিটারের নামে রাজ্যবাসীর উপর অর্থনৈতিক বোঝা চাপাতে চাইছে সরকার। জোর করে স্মার্ট মিটার লাগানো হচ্ছে। এটা বাধ্যতামূলক নয়, অপশনাল! আর এখন, মুখ্যমন্ত্রী হয়েই শুভেন্দু অধিকারীর সরকার কৌশলে স্মার্ট মিটারকে বাংলায় 'বাধ্যতামূলক' করার চক্রান্ত শুরু করেছে! প্রথমে সরকারি অফিস, তারপর সরকারি কর্মচারী ও শিক্ষকদের বাড়িতে এবং ধাপে ধাপে সারা রাজ্যে তা বসানোর ফরমান জারি হয়েছে। কিন্তু শুভেন্দু তথা বিজেপির এই নির্লজ্জ দ্বিচারিতার নেপথ্যে কী এমন 'জুজু' থাকতে পারে, যার জন্য সরকারে এসেই কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎমন্ত্রকের কথামতো রাজ্যে স্মার্ট মিটার বসানো নিয়ে তোড়জোড় শুরু করতে হল শুভেন্দুকে?

আসলে সেই 'জুজু'র নাম গৌতম আদানি! নরেন্দ্র মোদির খাস শিল্পপতি-দোস্ত আদানির পকেট আর একটু ভারী করতেই দিল্লির নির্দেশে শুভেন্দুর এই পাল্টিবাজি! এতদিন আরও অনেক কোম্পানির সঙ্গে দেশ জুড়ে স্মার্ট মিটার তৈরি ও বসানোর কাজ করত ইন্টেলিস্মার্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেড নামে একটি সংস্থা। কিন্তু চলতি মাসেই প্রায় ৩,০৫০ কোটি টাকার একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে সংস্থাটির ১০০ শতাংশ মালিকানা অধিগ্রহণ করে আদানি গ্রুপের সংস্থা আদানি এনার্জি সলিউশনস লিমিটেড। এর পরই নবান্নে আদানি-পুত্রের সঙ্গে শুভেন্দুর বৈঠক হয়। অতঃপর রাজ্যে নতুনভাবে স্মার্ট মিটার বসানোর তোড়জোড় শুরু করে শুভেন্দু-সরকার। আদানি গ্রুপ দায়িত্ব নেওয়ার পরই দেশ জুড়ে নতুন করে স্মার্ট মিটারের ব্যবসা প্রসারিত হচ্ছে। কিছুদিনের মধ্যেই আদানি এনার্জি দেশের বৃহত্তম স্মার্ট মিটার কোম্পানিতে পরিণত হবে!

প্রথম দশে জয়জয়কার

(প্রথম পাতার পর) কলকাতার সাউথ পয়েন্ট হাই স্কুলের ছাত্র। অষ্টম স্থান অর্জন করেছেন মণীশ সেনাপতি, তিনি মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র। নবম হয়েছেন সব্যসাচী লস্কর, কলকাতার বিডিএম ইন্টারন্যাশনালের ছাত্র। দশম স্থানাধিকারী দেবজিৎ পাল, কলকাতার সাউথ পয়েন্ট হাই স্কুলের ছাত্র।

এ বারের পরীক্ষায় পাশ করেছেন ৯২,৭৫৩ জন, এঁদের মধ্যে ছাত্র ৬৬,৩৮৩ জন এবং ২৬,৩৬৮ জন ছাত্রী। দুজন তৃতীয় লিঙ্গের পরীক্ষার্থী ছিলেন। তাঁরাও পাশ করেছেন। পরীক্ষায় পাশের হার বেশ নজরকাড়া— প্রায় ৯৭.৭৪ শতাংশ। র‍্যাঙ্ক কার্ডের ওপর ভিত্তি করেই রাজ্যের সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, আর্কিটেকচার এবং ফার্মেসি কোর্সে ভর্তির সুযোগ পাবেন সফল প্রার্থীরা। ফল প্রকাশের পর খুব দ্রুতই অনলাইন কাউন্সেলিংয়ের দিনক্ষণ প্রকাশ করা হবে। সমস্ত পরীক্ষার্থীকে কাউন্সেলিং প্রক্রিয়ার দিকে নজর রাখার জন্য বোর্ডের ওয়েবসাইটে নিয়মিত চোখ রাখতে বলা হয়েছে।

একমুঠো ভাত বেশি চাওয়াতেই

(প্রথম পাতার পর) প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। বৃহস্পতিবার শান্তিপুর থানার কুতুবপুর জুনিয়র হাই স্কুলের ঘটনা। খবর পেয়ে স্থানীয় মানুষজন প্রবল বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ডাকতে হয়। খবর এলাকায় ছড়িয়ে পড়তেই স্কুলে চলে আসেন ছাত্রের পরিবারের সদস্যরা এবং স্থানীয়রা। মিড ডে মিল তদারকি করার কথা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের। অথচ এখানে দায়িত্বে ছিল একজন দারোয়ান। সেই অভিযুক্ত গেটম্যানের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে তাঁরা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। অভিযোগ, একটি ছোট্ট ছেলে শুধু একমুঠো ভাত বেশি চেয়েছিল বলে তাকে এভাবে মারধর করা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। অভিযুক্ত গেটম্যানের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ করা হবে।

এটিএমে ডাকাতি ধৃতকে নিয়ে পুনর্নির্মাণ

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : কানাড়া ব্যাঙ্কের এটিএমে ডাকাতির চেষ্টায় ধৃতকে ঘটনাস্থলে নিয়ে গিয়ে ঘটনা পুনর্নির্মাণ করে ঝাড়গ্রাম থানার পুলিশ। জেলার জামদায় কানাড়া ব্যাঙ্কের এটিএমে ১৪ জুন গভীর রাতে একটি ডাকাতির ঘটনা ঘটে। পুলিশ টের পেয়ে গিয়েছে বুঝতে পেরে দুষ্কৃতীরা এটিএমের ভিতরে থাকা সিসি ক্যামেরা ও সেন্সর ভাঙচুর করে। শুধু তাই নয়, প্রমাণ লোপাটের উদ্দেশ্যে সিসি ক্যামেরাটি খুলে নিয়ে পালিয়ে যায়। ঘটনার পর কানাড়া ব্যাঙ্কচত্বর এবং আশপাশের এলাকার অন্য সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। সেই সূত্র ধরেই অভিযুক্তদের শনাক্ত করা সম্ভব হয়। তদন্তের ভিত্তিতে গতকাল ঝাড়গ্রামের উত্তর বামদা এলাকার বাসিন্দা দেবু বসুকে গ্রেফতার করে ঝাড়গ্রাম থানার পুলিশ। শুক্রবার ধৃতকে ঝাড়গ্রাম আদালতে তোলা হলে বিচারক তিনদিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন।

বড়মার মন্দিরের সামনে হকার উচ্ছেদ, বিক্ষোভ ব্যবসায়ীদের

সংবাদদাতা, নৈহাটি: পুনর্বাসন না দিয়েই হকার উচ্ছেদ। এই নিয়েই ক্ষোভের সঞ্চার হচ্ছে ব্যবসায়ী থেকে আমজনতার মনে। আর সেই ক্ষোভ বেরিয়েও আসছে প্রকাশ্যে। আর নৈহাটির বড়মার মন্দির চত্বরে অস্থায়ী ডালা বিক্রেতাদের পুলিশের তুলে দেওয়া নিয়ে অবস্থান-বিক্ষোভে নামল বিক্রেতারা। ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনা এলাকায়। বড়মার মন্দিরের উল্টোদিকে একটি জুয়েলারি দোকানের সামনে ফুটপাথে ডালা বিক্রেতার বিরুদ্ধে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ তোলেন এক মহিলা ভক্ত। সেই বক্তব্য সমাজ মাধ্যমে ভাইরাল হতেই পুলিশ বৃহস্পতিবার সকালে অরবিন্দ রোডের ফুটপাথ থেকে অস্থায়ী ডালা বিক্রেতাদের দোকান তুলে দেয়। এই নিয়ে ডালা বিক্রেতারা মন্দিরের সামনে বসে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। তাঁদের প্রশ্ন, একজন বিক্রেতার দুর্ব্যবহারের জন্য কেন সব বিক্রেতাদের তুলে দিয়ে রুটিরুজি বন্ধ করছে বিজেপি সরকারের পুলিশ।

ক্ষুব্ধ কল্যাণের চিঠি

প্রতিবেদন : বিধানসভার সই-কাণ্ডের তদন্তে এবার তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে তলব সিআইডির। বৃহস্পতিবার পার্থ ভট্টাচার্য নামে এক ব্যক্তি সিআইডির আধিকারিক পরিচয়ে তাঁকে ফোন করেন বলে সূত্রে খবর। তারপরই ক্ষোভ প্রকাশ করে কলকাতা হাইকোর্টের বার অ্যাসোসিয়েশনে চিঠি লেখেন বর্ষীয়ান আইনজীবী তথা সাংসদ। চিঠিতে কল্যাণের প্রশ্ন, বিধানসভার বিষয়ে তাঁকে কীভাবে এবং কেন তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে? বিধানসভার স্পিকারের বিরুদ্ধে একটি মামলায় আইনজীবী হিসেবে অংশ নিয়েছেন তিনি। একজন সিনিয়র আইনজীবী, যিনি কোনও ফৌজদারি মামলায় আদালতে সওয়াল করছেন, তাঁকে পুলিশ কীভাবে জেরা করতে পারে?

গৃহশিক্ষকদের ডেপুটেশন

সংবাদদাতা, বসিরহাট: সরকারি নির্দেশিকাকে অমান্য করে সরকারি স্কুল শিক্ষক-শিক্ষিকারা গোপনে টিউশন করছেন যা সম্পূর্ণ আইন বহির্ভূত, এই নিয়ে রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বসিরহাট গৃহশিক্ষক ইউনিট বিক্ষোভ মিছিল করল। বসিরহাট গৃহশিক্ষক ইউনিটের পক্ষ থেকে কয়েকশো গৃহশিক্ষক বৃহস্পতিবার টাকি রোডে মিছিল করে এসআই অফিসে ডেপুটেশন দেন।

শোভনদেব-সহ পাঁচ

(প্রথম পাতার পর) শঙ্কর ঘোষকে ডেকে নেন। তাঁকে বলেন বিধায়কদের বসার জায়গাটি দেখতে। সঙ্গে দলের তরফে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জানতে চাওয়া হয়, বিধায়করা বিধানসভায় বলবেন কীভাবে? সময় কীভাবে দেওয়া হবে? পদের জন্য যারা দলের সঙ্গে গদ্দারি করেছে, তাদের কাছে সময় চাওয়া হবে না। মুখ্যমন্ত্রী তাদের দাবিকে মান্যতা দিয়ে জানিয়ে দেন, বিধানসভায় বলার জন্য আলাদা সময় দেওয়া হবে। পরিষদীয় মন্ত্রীকে সেইমতো ব্যবস্থাও নিতে বলেন। দলের এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে ছিলেন শোভনদেব, মদন, কুণাল ছাড়াও রুকবানুর রহমান ও আলিফা আহমেদ।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

19 June, 2026 • Friday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

৭
১৯ জুন
২০২৬
শুক্রবার

বেকার ছেলেমেয়েদের আইএএস, আইপিএস তৈরির প্রশিক্ষণ দিতে ধূপগুড়ি শহরের মিলনী পাঠাগার ভবনে ঢাকঢোল পিটিয়ে শুরু করা হয়েছিল কোচিং সেন্টার। কিন্তু সেটি আপাতত বন্ধ

উত্তরে বৃষ্টি, জলযন্ত্রণার ছবি, প্রশাসনের ভূমিকায় ক্ষোভ

প্রবল বর্ষণে ধস, বন্ধ ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক, আটকে পর্যটকরা

প্রতিবেদন : প্রবল বর্ষণের জেরে ফের ভূমিধস শিলিগুড়ি-সিকিম সড়ক যোগাযোগের 'লাইফ লাইন' ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে। এরফলে শিলিগুড়ি-সিকিম যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। আটকে পড়ছেন বহু পর্যটক। বৃহস্পতিবার ভোরে সিংতাম ও রংপোর মাঝে বারডাং-এর কাছে পাহাড়ি রাস্তা ধসে তিস্তায় ভেসেছে। পুরো এলাকায় পাথর, কাদায় ভরে গিয়েছে। সমস্যায় পড়েছেন পর্যটক-সহ নিত্যযাত্রীরা। বুধবার রাত থেকে প্রবল বৃষ্টিপাতে ধস নেমে বন্ধ রয়েছে সিংটাম টানেল এলাকা, এটিটিসি কলেজ ও ২০ মাইলের কাছাকাছি রাস্তাগুলি। এরইমধ্যে নতুন করে ওই রাস্তায় ধস নামায় সমস্যায় স্থানীয় মানুষজন। আটকে পড়েছেন বহু পর্যটকও। পর্যটকদের গ্যাংটক, রংপো অথবা শিলিগুড়ি যাতায়াতের জন্য ঘুরপথে তিনটি বিকল্প রাস্তায় চলাচলের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তবে পাথর, মাটি ও কাদায় ভরা রাস্তায় চালকদের সতর্কতার সঙ্গে গাড়ি চালাতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে আগামী ২৪ ঘণ্টায় উত্তরবঙ্গে প্রবল বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর হাওয়া অফিস। বিশেষ করে জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে অতিভারী বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। বৃষ্টি হতে পারে ২০০ মিলিমিটার পর্যন্ত। ভারী বৃষ্টি দার্জিলিং, কালিম্পং, কোচবিহারে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়-বৃষ্টির সঙ্গে ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত দমকা হাওয়া বইবে মালদহ উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে। সোমবার পর্যন্ত অতিভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা উত্তরবঙ্গের তিন জেলায়।

সিংটাম-রংপোর মধ্যে ২০ মাইলেও ধস। ব্যাহত গাড়ি চলাচল।

ধূপগুড়িতে ভেঙে পড়েছে বাঁশের সাঁকো দুর্ভোগে স্থানীয়রা, ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : একটানা বৃষ্টিতে ভেঙে পড়ল গ্রামবাসীদের উদ্যোগে তৈরি যাতায়াতের একমাত্র সম্বল বাঁশের সাঁকো। চূড়ান্ত দুর্ভোগের মুখে পড়েছেন ধূপগুড়ি মহকুমার গধেয়ারকুঠি গ্রাম পঞ্চায়েতের চচ্চড়াবাড়ি এলাকার হাজার হাজার মানুষ। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ওই এলাকার 'দই খাওয়া সেতুটি' দীর্ঘদিন ধরেই জরাজীর্ণ অবস্থায় ছিল। প্রায় আট মাস আগে পুরনো সেতুটি ভেঙে সেখানে নতুন পাকা সেতু নির্মাণের কাজ শুরু করে প্রশাসন। কিন্তু বিধানসভা নির্বাচনী প্রক্রিয়ার জেরে দীর্ঘদিন সেই কাজ থমকে থাকে। কেন্দ্রে নতুন সরকার গঠনের পর পুনরায় কাজ শুরু হলেও, তার গতি অত্যন্ত ধীর বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। এই পরিস্থিতিতে গত কয়েক মাস ধরে এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা সচল রাখতে গ্রামবাসীরা নিজেরাই চাঁদা তুলে একটি অস্থায়ী বাঁশের সাঁকো তৈরি করেছিলেন। স্কুল-কলেজের পড়ুয়া থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ সকলেই এই সাঁকোর ওপর ভরসা করে যাতায়াত করছিলেন। কিন্তু সাম্প্রতিক টানা বৃষ্টিতে জলস্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় সেই অস্থায়ী সাঁকোটিও ভেঙে নদীগর্ভে তলিয়ে যায়। সাঁকোটি ভেঙে যাওয়ায় বর্তমানে কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে চচ্চড়াবাড়ির বিস্তীর্ণ অঞ্চল। সবথেকে বেশি সমস্যায় পড়েছেন স্কুলের ছাত্রছাত্রী, আইসিডিএস কর্মী, গর্ভবতী মহিলা এবং মুমূর্ষু রোগীরা। নিত্যপ্রয়োজনীয় কাজকর্ম ও জরুরি চিকিৎসার জন্য এখন দীর্ঘ পথ ঘুরে যাতায়াত করতে হচ্ছে গ্রামবাসীদের।এই ঘটনায় প্রশাসনের উদাসীনতার বিরুদ্ধে ক্যামেরার সামনে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের স্পষ্ট দাবি, অবিলম্বে পাকা সেতু নির্মাণের কাজ শেষ করতে হবে এবং যুদ্ধকালীন তৎপরতায় বিকল্প যাতায়াতের ব্যবস্থা করতে হবে। দ্রুত কোনও পদক্ষেপ না করা হলে আগামিদিনে মহকুমা শাসক বা পঞ্চায়েত দফতরের সামনে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী।

এভাবেই জল পেরিয়ে চলছে যাতায়াত।

অন্নপূর্ণা যোজনা, ফর্মপূরণ করতে গিয়ে সর্বস্বান্ত মহিলা

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : বিজেপির জুমলা প্রকল্পের টাকা আদৌ মহিলারা পাবেন কি না ঠিক নেই, কিন্তু আবেদনপত্র পূরণ করতে গিয়েই সর্বস্ব খোয়ালেন মহিলা। বাড়িতে না থাকার সুযোগে দুষ্কৃতী দল ঢুকে টাকা, গয়না নিয়ে চম্পট দিল। বৃহস্পতিবার দুপুরে ময়নাগুড়ির দোমহনী ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের কুমারপাড়া এলাকার এই ঘটনায়। মেয়ের সঙ্গে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের ফর্ম ফিলাপ ও রেশন কার্ডের কাজের জন্য বুধবার দুপুরে গিয়েছিলেন গৃহবধূ মানবী রায়, বাড়ি ফিরে তিনি দেখেন ঘরের তালা ভাঙা। ভেতরে ঢুকে দেখেন, বিছানার নিচে রাখা নগদ টাকা এবং মেয়ের ব্যাগে থাকা সোনার শাখা, আংটি ও গলার চেন উধাও। ময়নাগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই গৃহবধূ। দিনে দুপুরে চুরির ঘটনায় নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন মহিলা।

ময়নাগুড়ি থানায় অভিযোগ জানান মহিলা।

স্ত্রীকে কুপিয়ে খুন, অভিযুক্ত স্বামী

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : দু'জনের মধ্যে ঝামেলা। ধারালো অস্ত্র দিয়ে স্ত্রীকে এলোপাথাড়ি কোপ। মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন মহিলা। কিছুক্ষণ পরই মৃত্যু। নৃশংস ঘটনাটি আলিপুরদুয়ারের শালকুমারের। মৃতার নাম ধনবালা রায় অধিকারী (২৭)। অভিযুক্ত স্বামীর নাম অচিন্ত্য রায় অধিকারী (৩০)। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, স্ত্রীকে খুন করার পর ওই দা দিয়ে নিজেও আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করেন ওই টোটো চালক। নিজের শরীরে শুধু দা-এর আঘাত করেই ক্ষান্ত হননি তিনি, নিজেই গলায় দড়ি দিয়ে ফাঁসিতে ঝোলারও চেষ্টা করেন। ওই অবস্থায় ঘরের বেড়া ভেঙে ঘরে ঢুকে অভিযুক্ত অচিন্ত্য রায়কে বাঁচান স্থানীয় এক ভিলেজ পুলিশ।

ধানখেতে মৃত হাতি, গ্রেফতার এক

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : বুধবার জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান সংলগ্ন চাষের খেতে উদ্ধার হয়েছিল একটি দাঁতাল হাতির মৃতদেহ। বন দফতর প্রাথমিক ভাবে অনুমান করেছিল বজ্রপাতে মৃত্যু হয়েছিল সেটির। কিন্তু ময়নাতদন্তে উঠে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য। বজ্রপাতে নয়, পরিকল্পিত ভাবে তড়িদাহত করে হত্যা করা হয়েছিল শালকুমারের মণ্ডলপাড়ার বুনো দাঁতাল হাতিটিকে। বৃহস্পতিবার ময়নাতদন্তের পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট প্রকাশ করেছে জলদাপাড়া বনবিভাগ। এবং ওই ঘটনায় সরাসরি ভাবে যুক্ত থাকার অভিযোগে প্রদীপ বর্মন নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে বন দফতর ।

লোকালয়ে বাড়ছে হাতির তাণ্ডব, বন দফতরের ভূমিকায় ক্ষোভ স্থানীয়দের

কনক অধিকারী • জলপাইগুড়ি

গভীর রাতে লোকালয়ে হাতির তাণ্ডব ময়নাগুড়িতে আতঙ্কে এলাকাবাসী, অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন বাসিন্দারা। গভীর রাতে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসা বুনো হাতির হামলায় তছনছ হয়ে গেল ময়নাগুড়ির একাধিক এলাকা। পৃথক ঘটনায় রামশাই এবং মধ্য শালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় তাণ্ডব চালায় বুনো হাতি। আচমকা হাতির আক্রমণে দিশেহারা হয়ে পড়েন এলাকাবাসী। তবে বড়সড় প্রাণহানির ঘটনা না ঘটলেও ঘরবাড়ি ও ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। গভীর রাতে রামশাই গ্রাম পঞ্চায়েতের বারোহাতি সেনপাড়া এলাকায় হানা দেয় একটি দাঁতাল হাতি। খাবারের সন্ধানে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসা হাতিটি স্থানীয় চৈতন্য সেনের বাড়ির দেওয়ালে প্রবল ধাক্কা মারে। মুহূর্তের মধ্যে ভেঙে গুঁড়িয়ে যায় বাড়ির দেওয়াল। চোখের সামনে সাক্ষাৎ হাতিকে দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন পরিবারের সদস্যরা। প্রাণ বাঁচাতে চৈতন্য বাবু দ্রুত পরিবারের সবাইকে নিয়ে বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নেওয়ায় অল্পের জন্য বড় বিপদ থেকে রক্ষা পান তাঁরা। অপরদিকে ধূপগুড়ি মধ্য শালবাড়িতে ১৫-২০টি হাতির তাণ্ডব চালায়। একদিকে প্রবল বৃষ্টি ও বজ্রপাত, তার মধ্যে মরাঘাট বনাঞ্চলের খুটিমারি ফরেস্ট এলাকা থেকে বেরিয়ে আসে ১৫-২০টি হাতির একটি দল। এই দলটি মধ্য শালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ননইপাড়া, প্রামাণিকপাড়া ও ধানিরপাড়ায় রাতভর তাণ্ডব চালায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, অন্তত ১২-১৩টি বাড়ি সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জগদানন্দ কুণ্ডার, পবিত্র দেব অধিকারী, সনাতন বর্মন প্রামাণিক-সহ একাধিক পরিবারের ঘরের চাল, দেওয়াল, রান্নাঘর, আসবাবপত্র ও খাদ্যশস্য নষ্ট হয়েছে। এছাড়া প্রচুর সুপারি ও নারকেল গাছ উপড়ে ফেলেছে হাতিগুলো। ঘটনাগুলোকে কেন্দ্র করে এলাকায় ক্ষোভের আগুন জ্বলছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, বনদফতরের পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না, ফলে বুনো হাতির উপদ্রব ক্রমশ বাড়ছে। মধ্য শালবাড়ি এলাকার ক্ষতিগ্রস্তদের অভিযোগ, খবর দেওয়া সত্ত্বেও বনদফতরের সাহায্য সময়মতো মেলেনি।

হাতির হামলায় ভেঙে গিয়েছে বাড়ি।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
19 June, 2026 •Friday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্স

তৃতীয় হয়ে জেলার গর্ব রানিগঞ্জের উমাং ভুট

সংবাদদাতা, আসানসোল : পশ্চিমবঙ্গ জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায় ২০২৬-এ রাজ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করে রানিগঞ্জের মেধাবী ছাত্র উমাং ভুট গোটা পশ্চিম বর্ধমান জেলা তথা শিল্পাঞ্চলের মুখ উজ্জ্বল করলেন। জানা গিয়েছে, উমাং দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে পড়াশোনা করেছেন। পড়াশোনার প্রতি তাঁর একাগ্রতা এবং শিক্ষকদের সঠিক দিকনির্দেশনাই এই সাফল্যের মূল চাবিকাঠি বলে মনে করছে এলাকার শিক্ষামহল। তাঁর কথায়, আমার পড়াশোনার কোনও নির্দিষ্ট রুটিন ছিল না। যখনই ইচ্ছে হত, পড়তে বসতাম। নিয়মিত অনুশীলন এবং বিষয়গুলিকে ভালভাবে বোঝার চেষ্টা করেছি। ভবিষ্যতে দেশের অন্যতম সেরা প্রযুক্তি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আইআইটি খড়্গপুরে পড়াশোনা করার ইচ্ছার কথাও জানান তিনি। উমাংয়ের বাবা অমিত ভুট পেশায় পোস্টাল এজেন্ট। ছেলের এই সাফল্যে তিনি গর্বিত। মায়ের চোখেও ছেলের এই কৃতিত্ব স্বপ্নপূরণের সমান। রানিগঞ্জের শিক্ষা মহলের মতে, শিল্পাঞ্চলের মতো এলাকায় বাস করেও যে মেধা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে রাজ্যস্তরে সাফল্য অর্জন সম্ভব, উমাং তার উজ্জ্বল উদাহরণ।

মেদিনীপুরের মুখ উজ্জ্বল করল ৮ম স্থানের মণীশ

সংবাদদাতা, মেদিনীপুর : পশ্চিমবঙ্গ জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। এবার রাজ্যে অষ্টম স্থান অধিকার করে জেলার মুখ উজ্জ্বল করল মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলের কৃতী ছাত্র মণীশ সেনাপতি। তার এই অসাধারণ সাফল্যে খুশির হাওয়া পরিবার, বিদ্যালয় এবং গোটা মেদিনীপুর জুড়ে। মনীষের বাড়ি মেদিনীপুর শহরের কেরানিতলা এলাকায়। পড়াশোনার পরিবেশে বেড়ে ওঠা মণীশের বাবা-মা প্রত্যুষ সেনাপতি এবং অনুপমা সেনাপতি দুজনেই শিক্ষক। ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনার প্রতি মনোযোগী মণীশ নিয়মিত অধ্যবসায়, কঠোর পরিশ্রম এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এই সাফল্য অর্জন করেছে। তার এই কৃতিত্বে পরিবারের পাশাপাশি গর্বিত শিক্ষক-শিক্ষিকারা এবং সহপাঠীরাও। সম্প্রতি প্রকাশিত উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষাতেও মণীশ উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করে। উচ্চমাধ্যমিকে ৪৮৬ নম্বর পেয়ে নিজের মেধার স্বাক্ষর রাখে। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে মণীশ জানিয়েছে, সে খড়্গপুরের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ইলেকট্রিক্যাল কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ভর্তি হতে চায়। ইতিমধ্যেই সেখানে আসন সংরক্ষিত করেছে। আগামী জুলাইয়ে ভর্তির প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার কথা।

ওভারব্রিজের দাবিতে আন্ডারপাসের কাজ আটকে দিলেন গ্রামবাসী

জমছে জল, রেলের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

সংবাদদাতা, বহরমপুর : আন্ডারপাসের পরিবর্তে ওভারব্রিজের দাবি তুলে বহরমপুরের খাগড়াঘাট রেলস্টেশন সংলগ্ন রানিনগরে রেলের আন্ডারপাসের কাজ আটকে দিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করলেন গ্রামবাসী। ঘটনাস্থলে ছুটি আসেন রেল পুলিশের কর্তারা। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, বর্ষায় দীর্ঘদিন জল জমে থাকে ওই রাস্তায়। আন্ডারপাস করা হলে জল জমার ফলে আরও সমস্যারত মধ্যে পড়বেন তাঁরা। আন্ডারপাস বন্ধের দাবিতে একাধিকবার রেলের বিভিন্ন দফতরে আবেদন করেও সুরাহা হয়নি। সেই কারণে বৃহস্পতিবার রেল কর্তৃপক্ষের তরফে আন্ডারপাসের কাজ করতে এলে কাজ আটকে বিক্ষোভ দেখান এলাকাবাসী। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান রেলের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ। গ্রামবাসীদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর আপাতত কাজ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেন তাঁরা। অন্যদিকে গ্রামবাসী গোলাম কিবরিয়া বলেন, উড়ালপুল নির্মাণ ছাড়া এলাকাবাসীর সমস্যার সমাধান হবে না। দীর্ঘদিন এলাকার মানুষ কষ্টে রয়েছেন। বর্ষার ২-৪ মাস রাস্তায় হাঁটুজল জমে থাকে। সেই কাজের সুরাহা না হওয়া পর্যন্ত আন্ডারপাসের কাজ করতে দেওয়া হবে না বলে দাবি গ্রামবাসীদের। এদিকে এলাকার মানুষের দাবি মেনে নিতে একপ্রকার বাধ্য হন রেল কর্তৃপক্ষ। মৌখিক প্রতিশ্রুতি দিয়ে যান রেলের আধিকারিকেরা। এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে এলাকায় পৌঁছান নবগ্রামের প্রাক্তন বিধায়ক কানাইচন্দ্র মন্ডল। এলাকাবাসীর দাবি মুর্শিদাবাদ প্রশাসন এবং রেল কর্তৃপক্ষকে জানাচ্ছেন, বলেন তিনি।

বিক্ষোভ সামলাতে গ্রামবাসীর সঙ্গে কথা বলছেন রেলকর্তা ও রেল পুলিশ।

কাঁঠাল খেতে গিয়ে কুয়োয় পড়ে প্রাণ হারাল বাচ্চা হাতি

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : কাঁঠাল খেতে এসে বিপত্তি! কুয়োতে পড়ে প্রাণ হারাল একটি বাচ্চা হাতি। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার রাত ৩টে নাগাদ তপোবন জঙ্গলের দোরখুলির দিক থেকে ২৫টি হাতির একটি দল বাছুরখোয়া চলে আসে। সেখানে একটি ইটভাটার কাছে থাকা একটি কুয়োর পাড়েই ছিল কাঁঠালগাছ। সেই গাছের কাঁঠাল খেতে গিয়েই আচমকা দলের একটি বাচ্চা হাতি ভারসাম্য হারিয়ে কুয়োর ভেতরে পড়ে যায়। সকাল হতেই গ্রামবাসীরা দেখেন হাতির দলটি ওই এলাকায় ঘোরাঘুরি করছে। পরে দিনের আলো ফুটতে হাতির মূল দলটি নদী পেরিয়ে সাঁকরাইলের দিকে চলে গেলেও সন্তানকে ফেলে যেতে পারেনি মা-হাতিটি। কুয়োর পাড়েই দাঁড়িয়ে নিজের শুঁড় ভেতরে নামিয়ে বাচ্চাটিকে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যায়। তবে পারেনি। খবর পেয়ে চাঁদাবিলা রেঞ্জের প্রতাপপুর বিটের বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে মা হাতিটিকে কিছুটা দূরে সরিয়ে জেসিবি মেশিন দিয়ে কুয়োর চারপাশের মাটি খোঁড়া শুরু করে। কুয়োর একপাশ কেটে যখন তাকে বের করা হয়, তখন তার শরীরে প্রাণ ছিল না। বন দফতরের প্রাথমিক অনুমান, অতিরিক্ত আতঙ্ক, শ্বাসকষ্টে প্রাণ হারিয়েছে হাতির বাচ্চাটি।

উদ্ধার হল হাতির দেহ।

বালিশ চাপা দিয়ে গৃহবধূকে হত্যা উধাও স্বামী-সহ শ্বশুরবাড়ির লোক

সংবাদদাতা, হরিহরপাড়া : বালিশ চাপা দিয়ে শ্বাসরোধ করে গৃহবধূ চাঁদমালা বিবিকে হত্যার অভিযোগ উঠল স্বামী-সহ শ্বশুরবাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে। মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া থানার মসুরডাঙার এই ঘটনায় জানা যায়, গ্রামের আব্দুল আলিমের সঙ্গে বছর ১৫ আগে মামদালিপুর গ্রামের চাঁদমালা বিবির সামাজিকভাবে বিয়ে হয়। মৃত বধূর মা সাদেকা বিবির অভিযোগ, বিয়ের পর থেকেই তাঁর মেয়ের উপর শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার করতেন শ্বশুরবাড়ির লোকজন। মাঝেমধ্যে মেরে ফেলার হুমকিও দেওয়া হত। বুধবার সকালে বাড়িতে অশান্তি বাঁধে। দিন চারেক আগে আব্দুল ভিনরাজ্যে কাজে যাবে জানিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেও কোথাও যায়নি। পরিকল্পনা মাফিক বুধবার গভীর রাতে স্বামী-সহ কয়েকজন মিলে বালিশ চাপা দিয়ে হত্যা করে চাঁদমালাকে। ঘটনার পর সবাই বাড়ি ছাড়া। সাদেকা বলেন, মেয়ের দুটি সন্তান আছে। ১২ বছরের মেয়েটি সব জানে। এদিকে রাতেই চাঁদমালার মৃত্যুর খবর বাপের বাড়ি পৌঁছালে, তাঁরা গিয়ে দেখেন খাটে মৃত অবস্থায় পড়ে চাঁদমালা। শ্বশুরবাড়ির লোকজন সবাই পলাতক। খবর পেয়ে হরিহরপাড়া থানার পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। বৃহস্পতিবার সকালে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যালে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়। মৃতার বাপের বাড়ির সদস্যরা জানান, অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তি চেয়ে থানায় খুনের অভিযোগ দায়ের করবেন তাঁরা। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে হরিহরপাড়ার পুলিশ।

মেয়ের মৃত্যুর কান্নায় ভেঙে পড়েছেন তাঁর মা সাদেকা বিবি। ইনসেটে মৃত চাঁদমালা বিবি।

সাঁওতালি ভাষায় শ্রীপতির কাজের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি

প্রতিবেদন : যে হাত একই সঙ্গে কলম আর কোদাল তুলে নিয়েছে তিনি জানতেন, জ্ঞানচর্চার সঙ্গে মাটির আত্মিক যোগ গড়ে তোলাই তাঁর অন্ন জোগাবে। ছোটবেলা থেকে এই দুই বিষয়কে আত্মস্থ করেই যাত্রা শুরু এক কিশোরের। নিজের মাটি, নিজের ভাষাকে উপলব্ধি করার মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে তার বেড়ে ওঠা। সেই চর্চারই এবার মিলতে চলেছে নয়া স্বীকৃতি। বাঁকুড়ার প্রত্যন্ত গ্রামের সেই কিশোরই আজকের সিধো কানহো বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাঁওতালি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক শ্রীপতি টুডু পাচ্ছেন ইতালির এক আন্তর্জাতিক পুরস্কার। তরুণ প্রতিভাদের জন্য এই পুরস্কারের নেপথ্যে রয়েছে চান্দ্রা' ডি ওসি নামে একটি সংস্থা। শ্রীপতি রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দফতরের অধীন ইনস্টিটিউট অফ ল্যাঙ্গুয়েজ স্টাডিজ অ্যান্ড রিসার্চের সহকারী অধ্যাপক এবং দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি অধ্যাপক হিসেবেও কাজ করছেন। বাঁকুড়ার খাতড়া থানার মুড়াগ্রাম অঞ্চলে তাঁর বাড়ি। কোনও দিনই মাতৃভাষার পরিবর্তে অন্য কোনও ভাষায় পড়াশোনা করার কথা ভাবেননি। বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাঁওতালি সাহিত্যে উপন্যাসের রূপ ও গঠন নিয়ে পিএইচডি করেন। এর আগে ২০২১-এ ভারতের সংবিধানকে অলচিকি হরফে অনুবাদ করেছেন। তাঁর কথায়, সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষকে এই অনুবাদ সাংবিধানিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন করেছে। সেটা পড়েই তাঁরা তাঁদের অধিকারের সীমা জেনেছেন। শ্রীপতির অলচিকি হরফে সংবিধানের অনুবাদের জন্য ২০২৩-এ রাজ্যের তৎকালীন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস তাঁকে সম্মানিত করেন। অলচিকি হরফ আবিষ্কারের একশো বর্ষ উপলক্ষে গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ভারতের সংস্কৃতি মন্ত্রকও তাঁকে বিশেষ সম্মান জানায়। এ বছর মার্চে শিলিগুড়িতে আন্তর্জাতিক সাঁওতাল কাউন্সিলের তরফে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু তাঁকে 'সাধু শামু মুর্মু' পুরস্কারে সম্মানিত করেন। পেয়েছেন বেঙ্গালুরু অল সাঁওতালস ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের দেওয়া পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু পুরস্কার (২০২৫)। এর আগে গুজরাটি সাহিত্যের উপরে ভাষাবিদ গণেশ এন দেবী এই সম্মান পান ২০১৪-তে। ভারতীয় হিসেবে আমি দ্বিতীয়। সাঁওতালি ভাষার ইতিহাসে এই প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মানলাভের ঘটনা।

শ্রীপতি টুডু।

বেশকয়েক বছর ধরে এক মহিলাকে বন্দি করে লাগাতার ধর্ষণ করছিল রাধেশ্যাম মিশ্র। স্বামীর সঙ্গে সুকৌশলে বিচ্ছেদও ঘটিয়েছিল ওই মহিলার। শেষপর্যন্ত পুণেতে গ্রেফতার হল স্বঘোষিত সেই ধর্মগুরু

অবৈধ বালি খাদান নিয়ে বিবাদ

বিজেপি শাসিত ছত্তিশগড়েই গাড়ির মধ্যে পুড়িয়ে খুন বিজেপি নেতা-সহ ৩ জনকে

রায়পুর: বিজেপি শাসিত ছত্তিশগড়েই জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হল এক বিজেপি নেতা-সহ ৩ জনকে। দুটি ট্রাক দিয়ে সামনে এবং পিছনের

পথ আটকে বিজেপি নেতার গাড়িতে পেট্রোল ঢেলে দেয় দুষ্কৃতীরা। আগুন লাগিয়ে দিয়ে গাড়ির ভেতরেই পুড়িয়ে খুন করে ৩ জনকে। বালি খনির বা খাদানের দখলকে কেন্দ্র করে বিবাদের জেরেই এই খুন বলে জানিয়েছে পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার রাতে নওগাঁই গ্রামে। নিহত বিজেপি নেতার নাম ভরত সিং গহরওয়ার। তবে লাল্লা সিং নামেই এলাকায় বেশি পরিচিতি।

প্রাথমিক তদন্ত এবং স্থানীয়দের কথাবার্তার সূত্রে জানা গিয়েছে, গন্ডগোলের মূলে বেআইনি বালির কারবার। এবং সেই কারবারকে কেন্দ্র করেই প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ক্রমেই তিক্ত হয়ে উঠেছিল। সেই অশান্তি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে তাঁকে খুনের চক্রান্ত করেছিল বালি মাফিয়ারা। সেই অশান্তি মেটাতেই বুধবার রাতে তাঁর দুই সহযোগীকে নিয়ে নওগাঁই গ্রামে গিয়েছিলেন বিজেপি নেতা। পূর্বপরিকল্পনামতো দু'টি ট্রাক দিয়ে তাঁর গাড়ি ঘিরে ফেলে জীবন্ত পুড়িয়ে মারে আততায়ীরা।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক ক্ষোভ দেখা দিয়েছে বিজেপির অন্দরমহলে। ঘরে বাইরে উঠেছে নানা প্রশ্ন। কথা উঠেছে, অবৈধ বালির খনি সংক্রান্ত বিবাদে শাসক দলের একজন নেতা জড়িয়ে পড়লেন কীভাবে? তাঁর সঙ্গে কি কোনও যোগসূত্র ছিল অবৈধ কারবারের? এখানেই শেষ নয়, বিজেপির নানাস্তরে ক্ষোভও দেখা দিয়েছে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে। প্রশ্ন উঠেছে, বিজেপি শাসিত রাজ্যেই যদি একজন বিজেপি নেতার কোনও নিরাপত্তা না থাকে, তা হলে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কোথায়?

গোপনাঙ্গে কার্তুজ, পাথর, কাঠের টুকরো

রাতে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে হাত-পা বেঁধে গণধর্ষণ গৃহবধূকে

পাটনা: বিজেপি শাসিত বিহারে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি কোন পর্যায়ে নেমে গিয়েছে বেগুসরাইয়ের চাকিয়া থানা এলাকায় একটি ন্যক্কারজনক ঘটনাতেই তা স্পষ্ট হয়ে গেল আরও। স্বামীকে ঘরে আটকে রেখে বাড়ির সামনে থেকে এক গৃহবধূকে তুলে নিয়ে গিয়ে হাত-পা বেঁধে গণধর্ষণ করল ৫ জন মিলে। শুধুমাত্র ধর্ষণ নয়, চূড়ান্ত নৃশংসতারও শিকার হয়েছেন ধর্ষিতা।

বিহার

ধারালো অস্ত্র দিয়ে বারবার আঘাত করা হয়েছে তাঁকে। নির্যাতিতার গোপনাঙ্গে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে কার্তুজ, পাথর এবং কাঠের টুকরো। ধর্ষণের ঘটনার কয়েকদিন পরে চিকিৎসার সময়ে তাঁর শরীর থেকে সেগুলি উদ্ধার করেছেন চিকিৎসকরা। নির্যাতিতার অভিযোগ, ঘটনার পরে বারবার জানানো সত্ত্বেও গা করেনি পুলিশ। এখনও গ্রেফতারও করা হয়নি কাউকে। তিনি ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, ৩ মাস

আগেও অভিযুক্তরা তাঁর বাড়িতে ঢুকে তাঁকে লাঞ্ছিত করে। যৌন নিগ্রহের চেষ্টা করে।

ধর্ষণের ঘটনাটি ঘটেছে ১১ জুন। পুলিশের কাছে যে অভিযোগ দায়ের করেছেন নির্যাতিতা তার মোদ্দা কথা, ওই রাতে শৌচাগারে যাওয়ার জন্য যখন তিনি সবেমাত্র পা দিয়েছেন বাড়ির বাইরে, ঠিক তখনই ৫ দুষ্কৃতী তাঁকে মারধর করে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যায় একটি নির্জন জায়গায়। বেঁধে ফেলে তাঁর হাত-পা। তারপরে একে একে ধর্ষণের পালা। এখানেই শেষ নয়, তাঁর শরীরের নানা জায়গায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে ফেলে রেখে চম্পট দেয় ধর্ষণকারীরা। খবর পেয়ে ছুটে আসেন নির্যাতিতার আত্মীয় এবং প্রিয়জনেরা। তাঁকে দ্রুত নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার, পরের দিনই হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয় তাঁকে। কিন্তু বাড়িতে ফিরে আরও অসুস্থ হয়ে পড়েন নির্যাতিতা। কাতরাতে থাকেন যন্ত্রণায়। ১৭ জুন তাঁকে আবার ভর্তি করতে হয় হাসপাতালে। আল্ট্রাসোনোগ্রাফি এবং অন্যান্য পরীক্ষা করে দেখা যায়, কার্তুজ, পাথরের টুকরো এবং কাঠের টুকরো প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়েছে মহিলার গোপনাঙ্গে। অস্ত্রোপচার করে বের করতে সেগুলি।

ফের আত্মঘাতী নিট পরীক্ষার্থী বিক্ষোভে উত্তাল হল কোয়েম্বাটুর

কোয়েম্বাটুর: মানসিক চাপ সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নিলেন আরও এক নিট পরীক্ষার্থী। ১৯ বছরের ওই পড়ুয়ার নাম অনু কীর্তনা। জানা গিয়েছে, এর আগে দু'বার নিট দিয়েছিলেন তিনি। আবারও প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন পরীক্ষার। সম্প্রতি প্রশ্নপত্র ফাঁসের জেরে ফের পরীক্ষার আয়োজন হওয়ায় মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন তিনি। বুধবার তাঁর দেহ উদ্ধারের খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে শহরে। রাস্তায় শুরু হয় বিক্ষোভ। বামেদের পাশাপাশি ক্ষোভ উগরে দেয় ডিএমকেও। দাবি ওঠে ন্যায়বিচারের। নিট ব্যবস্থা বাতিলেরও দাবি জানান বিক্ষোভকারীরা। তৃণমূল এবং কংগ্রেস প্রথম থেকেই কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে সরব। লক্ষণীয়, মঙ্গলবারই দেরাদুনের প্যাটেল নগরে আত্মহত্যা করেছিলেন ২৩ বছর বয়সি নিট পরীক্ষার্থী রিয়া কুমারী থাপা।

পিটিয়ে-কুপিয়ে রাজধানীতে খুন করা হল বাঙালি মহিলাকে, গ্রেফতার চিকিৎসক

নয়াদিল্লি: ফের রাজধানীতে খুন বাঙালি মহিলা। কালাজাদু করার অভিযোগ তুলে ব্যাট দিয়ে পিটিয়ে, ছুরি দিয়ে কুপিয়ে ওই মহিলাকে খুন করলেন এক চিকিৎসক। দিল্লির অভিজাত মাউন্ট কৈলাস এলাকায় ৪৫ বছরের পরিচারিকা মীনাকে খুনের অভিযোগে চিকিৎসক মণীশ গুপ্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ বাড়ির ছাদে রক্তাক্ত অবস্থায় মীনার দেহ উদ্ধার হয়। ঘটনাস্থলে অভিযুক্ত চিকিৎসক মৃতদেহের পাশেই বসে ছিলেন। পুলিশ সূত্রে খবর, জিজ্ঞাসাবাদে মণীশ গুপ্ত খুনের কথা স্বীকার করেছেন। জানিয়েছেন প্রথমে ব্যাট দিয়ে মীনাকে আঘাত করেন তিনি। তারপর ছুরি দিয়ে হামলা চালান। যার ফলে তাঁর মৃত্যু হয়।

চিকিৎসক অভিযোগ করেন, পরিচারিকা কালাজাদু করতেন, যার ফলে পরিবারের শান্তি নষ্ট হচ্ছিল। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, মীনার শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন ছিল। তবে পুলিশ জানিয়েছে যে, অভিযুক্ত ক্রমাগত

আলাদা আলাদা বক্তব্য রাখছেন। ওই চিকিৎসক দীর্ঘদিন ধরে হতাশায় ভুগছিলেন। চিকিৎসক ও মীনার মধ্যে ঠিক কী ধরনের সম্পর্ক ছিল এবং তাঁদের মধ্যে কোনও বিরোধ ছিল কি না, সেটা নিশ্চিত করতেও তদন্ত চলছে। ধৃতের কথার সত্যতা কতটা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। দিল্লি পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে ব্যাট ও ছুরি উদ্ধার করেছে এবং পুলিশ আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে। মণীশ গুপ্ত বর্তমানে পুলিশি হেফাজতে আছেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

ধৃত চিকিৎসককে জিজ্ঞাসাবাদ করে খুনের আসল উদ্দেশ্য জানতে চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা।

ওড়িশার পাঠ্যবইতে নিউটন হয়ে গেলেন পাইলট

ভুবনেশ্বর: বিজেপির ভয়ঙ্কর শিক্ষানীতি! স্যার আইজ্যাক নিউটন হয়ে গেলেন পাইলট, হাম্পির মন্দির কোনারকের সান টেম্পল হয়ে গেল, বহরমপুর শহর হয়ে গেল এক জেলা। ওড়িশা সরকারের প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণির নতুন স্কুল পাঠ্যবইতে এই সকল তথ্য দেখে চক্ষু চড়কগাছ শিক্ষামহলের। খুঁজতে গিয়ে দেখা গেল, গোটা বইতে মোট ১ হাজার ৬৭৮টি মারাত্মক ভুল। এই বইগুলি তৈরি করা হয়েছিল ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষের জন্য জাতীয় শিক্ষানীতি (এনইপি) ২০২০ এবং ওড়িশা কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক ২০২৫-এর অধীনে। স্কুলগুলিতে বই পৌঁছোনোর পরেই শিক্ষকরা অসংখ্য ভুল ধরিয়ে দেন। স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনায় তীব্র বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। বেগতিক দেখে ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝি একটি উচ্চ-পর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। এই বই স্কুলে পৌঁছে গেল, কিন্তু এখানে প্রশ্ন উঠছে প্রকাশের আগে স্ক্রুটিনি বা রিভিউ প্রক্রিয়ার দায়িত্বে থাকা আধিকারিকরা কীভাবে এতটা দায়িত্বজ্ঞানহীন হতে পারে? এই নিয়ে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন খোদ শিক্ষকরা। ডিরেক্টরেট অফ টিচার এডুকেশন এবং স্টেট কাউন্সিল অফ এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং-এর তত্ত্বাবধানে তৈরি অষ্টম শ্রেণির বইয়ে সবচেয়ে বেশি ভুল পাওয়া গিয়েছে। মোট ১ হাজার ৬৭৮টি ভুলের মধ্যে শুধুমাত্র অষ্টম শ্রেণির বইয়েই রয়েছে ৭০৫টি ভুল। শিক্ষা দফতর ভুল স্বীকার করে একটি 'শুদ্ধিপত্র' জারি করেছে। ক্লাসে পড়ানোর সময় এই শুদ্ধিপত্র দেখে সঠিক তথ্য শিক্ষার্থীদের দেওয়ার কথা বলা হয়েছে শিক্ষকদের। আশ্চর্যজনকভাবে, বৈজ্ঞানিক স্যর আইজ্যাক নিউটনকে পাইলট হিসেবে দেখানো হয়েছে। কর্নাটক বিধানসভা ভবনের ছবিকে ওড়িশা বিধানসভা বলে দেখানো হয়েছে। কর্নাটকের বিখ্যাত হাম্পির মন্দিরকে ওড়িশার ঐতিহ্যবাহী কোনারকের সান টেম্পল বলে চালানো হয়েছে।

ঝাড়খণ্ডে ক্রস ভোটিংয়ে জিতলেন

বিজেপি সমর্থিত নির্দল প্রার্থী

ভুবনেশ্বর: জেতার মতো পর্যাপ্ত সংখ্যার জোর ছিল না বিজেপির। ছিল না সাংগঠনিক ক্ষমতাও। শেষপর্যন্ত ভরসা বলতে ব্যাকডোরই। ক্রস ভোটিং করিয়ে ঝাড়খণ্ডের একটি রাজ্যসভা আসনে জয়ী হলেন বিজেপি সমর্থিত নির্দল প্রার্থী পরিমল নাথওয়ান। যতদূর জানা গেছে, সিপিআই (এমএল) এবং

ব্যাকডোরে রাজ্যসভায়

আরজেডির বিধায়কদের ক্রস ভোটিংয়ের দৌলতেই জয় পেলেন বিজেপি সমর্থিত নির্দল প্রার্থী। রাজ্যসভার দুটি আসনের মধ্যে অন্যটিতে জয় পেয়েছেন ঝাড়খণ্ড মুক্তিমোর্চার বৈজনাথ রাম। বিজেপি সমর্থিত নির্দল প্রার্থী আরজেডির ৪টি এবং সিপিআই (এমএল)-র দুটি ভোট পেয়েছেন বলে জানা গেছে। কিন্তু এভাবে ব্যাকডোর দিয়ে জয় ছিনিয়ে নেওয়ার বিষয়টি নিয়ে বিরোধীরা তো বটেই, উষ্মা প্রকাশ করেছে এনডিএরও একাংশ।

দেশ বিদেশ

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ইরানের মিনাবে স্কুলে হামলায় নিহত ১৭৫ জনের মৃত্যুর দায় কি আমেরিকা নিচ্ছে? জি ৭ শীর্ষ সম্মেলনে সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের মুখে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাফাই, ভুল তো হতেই পারে। যুদ্ধ বড় ভয়ঙ্কর বিষয়। তবে এই ঘটনার তদন্ত চলছে

উপসাগরীয় যুদ্ধ বন্ধ করতে ট্রাম্প ও পেজেশকিয়ানের ঐতিহাসিক চুক্তি

খুলছে হরমুজ প্রণালীও

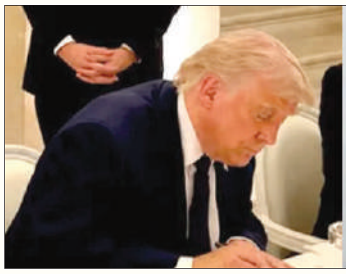

ওয়াশিংটন ও তেহরান: উপসাগরীয় অঞ্চলের যুদ্ধাবসান এবং হরমুজ প্রণালী পুনরায় উন্মুক্ত করার লক্ষ্যে বুধবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান একটি ঐতিহাসিক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছেন। দুই দেশের শীর্ষ নেতৃত্বের সম্মতির পর এই চুক্তিটি তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর হয়েছে এবং সমস্ত ফ্রন্টে সামরিক সংঘাত বন্ধের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএন-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই ১৪ দফার চুক্তিটির আনুষ্ঠানিক নাম দেওয়া হয়েছে "ইসলামাবাদ মেমোরেন্ডাম অব আন্ডারস্ট্যান্ডিং বিটুইন দ্য ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকা অ্যান্ড দ্য ইসলামিক রিপাবলিক অব ইরান"। চুক্তির টেক্সট বা বয়ান প্রথমে জনসমক্ষে না আনায় তীব্র বিতর্ক তৈরি হয়েছিল, যার পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তীতে একজন ঊর্ধ্বতন মার্কিন কর্মকর্তা এই ১৪টি ধারা পড়ে শোনান। এই চুক্তির প্রধান শর্ত হিসেবে প্রথম দফায় লেবানন-সহ সমস্ত ফ্রন্টে তাৎক্ষণিক ও স্থায়ীভাবে সামরিক অভিযান বন্ধের কথা বলা হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান একে অপরের বিরুদ্ধে কোনও যুদ্ধ শুরু না করতে এবং সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে। দ্বিতীয় দফায় দুই দেশই একে অপরের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার ব্যাপারে একমত পোষণ করেছে। তৃতীয় দফায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, আগামী ৬০ দিনের মধ্যে উভয় পক্ষকে একটি চূড়ান্ত শান্তিচুক্তিতে পৌঁছতে হবে এবং পারস্পরিক সম্মতি ছাড়া এই সময়সীমা বাড়ানো যাবে না। চুক্তির চতুর্থ ধারা অনুযায়ী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরানের বন্দরগুলোর ওপর থেকে নৌ-অবরোধ তুলে নেবে এবং এর বিনিময়ে ইরান আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচলের জন্য হরমুজ প্রণালী সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করে দেবে। পঞ্চম দফায় আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার সরাসরি তত্ত্বাবধানে ইরানের উচ্চ-সমৃদ্ধ ইউরেনিয়ামের মজুত কমিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি রয়েছে, যেখানে ইরান পুনরুল্লেখ করেছে যে তারা কোনো পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করবে না। আন্তর্জাতিক জ্বালানি সংকট এড়াতে চুক্তির ষষ্ঠ শর্তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরানকে আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেল রপ্তানি পুনরায় শুরু করার জন্য তাৎক্ষণিক ছাড়পত্র দেবে। সপ্তম দফায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবরুদ্ধ থাকা কোটি কোটি ডলারের ইরানি তহবিল ধাপে ধাপে ফেরত দেওয়ার একটি প্রক্রিয়া নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া অষ্টম দফায় ইরানের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও উন্নয়নের জন্য অংশীদার দেশগুলোর সহযোগিতায় ৩০০ বিলিয়ন ডলারের একটি তহবিল গঠনের কথা বলা হয়েছে, যা মূলত অবকাঠামো খাতে বিদেশি বিনিয়োগের পথ সুগম করবে। নবম শর্ত অনুযায়ী, চূড়ান্ত চুক্তি স্বাক্ষরের ৩০ দিনের মধ্যে মার্কিন সামরিক বাহিনীকে ইরানের সীমান্ত ও জলসীমার নিকটবর্তী এলাকা থেকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে। দশম দফায় ইরান লেবাননের হিজবুল্লাহ-সহ তার আঞ্চলিক মিত্র ও প্রক্সি গোষ্ঠীগুলোকে নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, যা সামগ্রিক যুদ্ধবিরতি রক্ষায় বড় ভূমিকা রাখবে।

চুক্তির পরবর্তী ধাপ হিসেবে একাদশ দফায় দুই দেশ মধ্যপ্রাচ্যের দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে দ্বিতীয় পর্যায়ের কূটনৈতিক আলোচনা শুরু করবে। দ্বাদশ দফায় যেকোনও চুক্তি লঙ্ঘন বা কারিগরি বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য পাকিস্তান ও কাতারের মতো মধ্যস্থতাকারী দেশগুলোর সমন্বয়ে একটি যৌথ কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়েছে। ত্রয়োদশ দফা অনুযায়ী, দুই দেশের প্রেসিডেন্ট চুক্তিটিতে ডিজিটাল মাধ্যমে স্বাক্ষর করলেও পরবর্তীতে সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স এবং ইরানের পার্লামেন্ট স্পিকার মহম্মদ বাঘের গালিবাফের উপস্থিতিতে একটি আনুষ্ঠানিক চুক্তি স্বাক্ষর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। চতুর্দশ ও শেষ দফায় বিশ্ব অর্থনীতিতে মন্দা এড়াতে এবং আন্তর্জাতিক বাজার স্থিতিশীল রাখতে উভয় পক্ষই অর্থনৈতিক যুদ্ধ বা বাণিজ্য কারসাজি থেকে বিরত থাকার অঙ্গীকার করেছে।

উল্লেখ্য, হরমুজ প্রণালী দ্রুত উন্মুক্ত করার স্বার্থে এই অন্তর্বর্তীকালীন চুক্তিতে ইরানের ব্যালেস্টিক মিসাইল বা ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচির বিষয়টি আপাতত সম্পূর্ণ বাদ রাখা হয়েছে। দুই দেশের প্রেসিডেন্টের চুক্তি স্বাক্ষরের পর মধ্যপ্রাচ্যের চলমান সংকটের স্থায়ী নিষ্পত্তি হবে বলে আশা আন্তর্জাতিক মহলের।

কৌশলগত পরাজয়

হরমুজ প্রণালী ও ৩০০ বিলিয়ন ডলারের প্যাকেজ, চাপে ট্রাম্প প্রশাসন

ওয়াশিংটন: ইরান চুক্তিকে আমেরিকা এবং তাঁর নিজের এক বড় জয় হিসেবে ঘোষণা করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে ট্রাম্পের এই উল্লাস সত্ত্বেও হোয়াইট হাউসের বাইরে বা রাজনৈতিক মহলে এহেন জয় উদযাপনের আবহ নেই। মার্কিন সংবাদমাধ্যম, নীতি- নির্ধারক এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় এই প্রাথমিক চুক্তিকে আমেরিকার জয় হিসেবে নয়, বরং ট্রাম্প প্রশাসনের একটি মুখরক্ষার উপায় হিসেবে দেখা হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও কৌশলগতভাবে এই যুদ্ধ আর টেনে নেওয়ার ক্ষমতা ওয়াশিংটনের ছিল না। অনেক আন্তর্জাতিক বিশ্লেষক তো একে সরাসরি আমেরিকা ও ট্রাম্পের 'পরাজয়' বলে আখ্যা দিয়েছেন। ইউনিভার্সিটি অব শিকাগোর অধ্যাপক রবার্ট এ পেপ এই চুক্তিকে একটি 'মারাত্মক কৌশলগত পরাজয়' বলে বর্ণনা করেছেন এবং এক্স হ্যান্ডেলে এটি একটি 'উত্তেজনার ফাঁদ' বলে সতর্ক করেছেন। আগামী নভেম্বর মাসের মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে এই চুক্তির পেছনে থাকা দৃশ্যপট ট্রাম্প প্রশাসনের জন্য বেশ অস্বস্তিকর। একশো দিনেরও বেশি সময় ধরে চলা এই সংঘাত, বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের ক্ষতি, সামরিক সম্পদ ধ্বংস এবং পারস্য উপসাগরে আন্তর্জাতিক জাহাজ চলাচলে অচলাবস্থার কারণে মার্কিন জনগণের মধ্যে ক্ষোভ জমছিল। এমন পরিস্থিতিতে ওয়াশিংটন এখন ইরানকে নিষেধাজ্ঞা থেকে রেহাই দেওয়া, তাদের আটকে থাকা অর্থ মুক্তি এবং একটি বিশাল পুনর্গঠন প্যাকেজ নিয়ে আলোচনা করতে বাধ্য হচ্ছে, যাকে ইতিমধ্যেই তেহরান নিজেদের বিজয় হিসেবে প্রচার করছে।

সম্প্রতি সিবিএস নিউজ-এর 'ফেস দ্য নেশন' অনুষ্ঠানে মার্কিন প্রতিরক্ষাসচিব পিট হেগসেথের একটি সাক্ষাৎকার ভাইরাল হওয়ার পর আমেরিকার এই দুর্বলতা আরও প্রকাশ্য রূপ নিয়েছে। সাক্ষাৎকারে সাংবাদিক মার্গারেট ব্রেনানের প্রশ্নের মুখে পড়েন হেগসেথ। হেগসেথ দাবি করেন, সামরিক চাপ ও অবরোধের মাধ্যমে আমেরিকা পুরোটা সময় হরমুজ প্রণালী নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রেখেছিল। কিন্তু ব্রেনান সঙ্গে সঙ্গেই পালটা যুক্তি দিয়ে বলেন, যদি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আমেরিকার হাতেই থাকত, তবে কেন আলোচনার টেবিলে হরমুজ প্রণালী পুনরায় খুলে দেওয়ার বিষয়টি ওয়াশিংটনের জন্য এতটা গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হয়ে দাঁড়াল? মার্কিন প্রতিরক্ষাসচিব এই প্রশ্নের কোনও সদুত্তর দিতে পারেননি এবং তাঁর আমতা আমতা করা জবাবটি ইন্টারনেটে হাসির খোরাকে পরিণত হয়েছে। কার্নেগি এনডাউমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল পিস-এর অভিজ্ঞ মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক আলোচক অ্যারন ডেভিড মিলার একটি পডকাস্ট সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, পুরো সংঘাত জুড়ে ইরান তাদের প্রক্সি নেটওয়ার্ক এবং বিশ্ব জ্বালানি সরবরাহ ব্যবস্থার ওপর আঘাত হানার ক্ষমতাকে আমেরিকার বিরুদ্ধে বড় অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছে। অন্যদিকে, ডেমোক্র্যাটিক কংগ্রেস সদস্য সেথ মল্টন এই চুক্তিকে সরাসরি 'ট্রাম্পের আত্মসমর্পণ' বলে কটাক্ষ করেছেন। তিনি এমএস নাও চ্যানেলে বলেন, এটি ডোনাল্ড ট্রাম্পের পক্ষ থেকে ইরানের সর্বোচ্চ নেতার কাছে জমা দেওয়া একটি আত্মসমর্পণের দলিল ছাড়া আর কিছুই নয়। চুক্তির খসড়া অনুযায়ী, ইরানের তেল রপ্তানির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা সাময়িকভাবে তুলে নেওয়া হচ্ছে এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত পরিকাঠামো পুনর্গঠনের জন্য ৩০০ বিলিয়ন ডলারের একটি আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ প্যাকেজ নিয়ে আলোচনা চলছে। ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম 'মেহর নিউজ' একে আমেরিকার পক্ষ থেকে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসেবে দেখাচ্ছে, যদিও 'দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস'-এর মতো পশ্চিমা সংবাদমাধ্যম একে জ্যারেড কুশনার বা স্টিভ উইটকফের মতো ব্যক্তিদের জড়িত থাকার ইঙ্গিত দিয়ে বেসরকারি খাতের একটি আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছে।

এবারের গ্রীষ্মেও দিল্লির বাতাসে বিষ, নয়া বিপদ মরুভূমির ধূলিকণায়

নয়াদিল্লি: দিল্লি ও সংলগ্ন জাতীয় রাজধানী অঞ্চলে (এনসিআর) এবারের গ্রীষ্মে নতুন বিপদ হিসাবে দেখা দিয়েছে মরুভূমির ধূলিকণা। শীতকালের ধোঁয়াশার মত গ্রীষ্মে এই ধূলিকণা বাতাসকে বিষাক্ত করছে, জনস্বাস্থ্যের বিপদ বাড়াচ্ছে। এবছর গ্রীষ্মে রাজধানীর একাধিক এলাকায় তাপমাত্রা ৪৫ থেকে ৪৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি ছিল। আর সেই তীব্র দাবদাহের মধ্যেও যে দূষণ পিছু ছাড়েনি, তা মেনে নিয়েছে প্রশাসনও। প্রায় সব এলাকাতেই দূষণের মূল উৎস হিসেবে পিএম২.৫ নয়, বরং পিএম১০-এর আধিপত্য দেখা গেছে। সাধারণত জাতীয় রাজধানী অঞ্চলে দূষণকে শীতকালের সমস্যা হিসেবেই দেখা হয়, যখন ধোঁয়াশা জীবনের অংশ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যে দূষণ উধাও হয়ে যায় না, তা অনেকেই উপলব্ধি করেন না; কেবল দূষণকারী উপাদানের ধরন বদলে যায়। এবছরের গ্রীষ্মে যার সম্মুখীন হতে হয়েছে দিল্লিবাসীকে।

শীতকালে যেখানে ফসলের গোড়া পোড়ানোর ধোঁয়া এবং পিএম২.৫ দূষণের প্রধান কারণ হয়ে ওঠে, গ্রীষ্মে উত্তর ভারতে সেই জায়গা দখল করেছে পিএম১০ বা ধূলিকণা। এর পেছনে মূলত তিনটি বড় কারণ কাজ করেছে— ধূলিকণা, তীব্র বাতাস এবং ভৌগোলিক অবস্থান। গ্রীষ্মকালে অতিরিক্ত গরমের কারণে উত্তর ভারত থেকে শুরু করে ইরান পর্যন্ত একটি তাপীয় নিম্নচাপ অঞ্চল তৈরি হয়। দিনের বেলা মাটি অতিরিক্ত উত্তপ্ত হয়ে বাতাস ওপরের দিকে উঠে যাওয়ায় এই নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়, যা চারপাশ থেকে ঘণ্টায় ৪০-৬০ কিলোমিটার বেগে গরম বাতাস টেনে আনে। একেই আমরা সাধারণত 'লু' বলে থাকি। এই তীব্র গরম বাতাস থর মরুভূমি এবং পশ্চিম এশিয়া থেকে বিপুল পরিমাণ ধূলিকণা উড়িয়ে নিয়ে আসে। এরপর সিন্ধু-গাঙ্গেয় সমভূমির বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে সেই ধুলো আটকে পড়ে। সমভূমির উত্তরে হিমালয় পর্বতমালা এবং দক্ষিণে উপদ্বীপীয় মালভূমি থাকায় ধূলিকণা সহজে ছড়িয়ে পড়তে বা বেরিয়ে যেতে পারে না। ফলে বাতাসে পিএম১০-এর মাত্রা মারাত্মকভাবে বেড়ে যায়, যা সাধারণত বর্ষা না আসা পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এর পাশাপাশি স্থানীয় কিছু কারণও গ্রীষ্মকালীন এই দূষণকে উস্কে দেয়। অনিয়ন্ত্রিত নির্মাণকাজ এবং রাস্তাঘাটের ধুলো বাতাসের টানে উড়তে শুরু করে। তীব্র গরমে মাটির ভেতরের আর্দ্রতা পুরোপুরি শুকিয়ে যাওয়ায় আলগা মাটি সহজেই বাতাসে মিশে যায়। অনেকের মনেই প্রশ্ন জাগতে পারে, উত্তর ভারতের শীতকালও তো বেশ শুষ্ক থাকে, তবে তখন গ্রীষ্মের মতো ধুলোর দাপট দেখা যায় না কেন? বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, ধূলিকণা ছড়ানোর জন্য শুষ্ক আবহাওয়ার পাশাপাশি বাতাসের শক্তির প্রয়োজন হয়। শীতকালে গ্রীষ্মের 'লু'-এর মতো শক্তিশালী ভূপৃষ্ঠের বাতাস থাকে না, আবহাওয়া থাকে শান্ত ও স্থির। তাছাড়া বর্ষার ঠিক পরপরই শীতকাল আসায় মাটিতে কিছুটা আর্দ্রতা অবশিষ্ট থাকে। সেই সঙ্গে ভোরের শিশির ও কুয়াশাও মাটির কণাগুলোকে ধরে রাখতে সাহায্য করে, যার ফলে শীতকালে ধুলো অতটা উড়তে পারে না।

রাজধানীতে দূষণের পরিস্থিতি উদ্বেগজনক

আসছে পরিচালক ইন্দ্র কুমারের ‘ধামাল ৪’। ২০১৯-এর ‘টোটাল ধামাল’-এর ছবির সিক্যুইল এই ছবি। এই কমেডি ড্রামায় রয়েছেন অজয় দেবগণ, অর্শদ ওয়ারসি, ঋতেশ দেশমুখ, জাভেদ জাফরি, সঞ্জয় মিশ্র

ফেরা

চলতি মাসেই মুক্তি পেয়েছে পরিচালক পৃথা চক্রবর্তীর নতুন ছবি ‘ফেরা’। নতুন প্রজন্মের সঙ্গে পুরনো প্রজন্মের মানসিক ভিন্নতা, বাবা-ছেলের সমীকরণ, সম্পর্কের টানাপোড়েন, অন্তর্দ্বন্দ্ব নিয়ে গল্প বুনেছেন পরিচালক। এই ছবি দিয়েই বাংলা ছবিতে প্রথম হাতেখড়ি হল বলিউডের নামী বর্ষীয়ান অভিনেতা সঞ্জয় মিশ্রের। লিখলেন **শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী**

জীবনের দুই প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা দুই পুরুষ ঘটনাচক্রে একছাদের তলায় এসে দাঁড়ায়। তাঁরা সম্পর্কে পিতা-পুত্র। খুব ইন্টারেস্টিং একটা প্লট নিয়ে চলতি মাসেই মুক্তি পেয়েছে পরিচালক পৃথা চক্রবর্তীর নতুন ছবি ‘ফেরা’। এই ছবির একটা অন্য গুরুত্ব আছে কারণ ‘ফেরা’র মাধ্যমে প্রথম বাংলা ছবিতে পা রাখলেন বর্ষীয়ান নামী বলিউডি অভিনেতা সঞ্জয় মিশ্র। ছবির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন তিনি। যা বাংলা ছবির দর্শকদের কাছে প্রাপ্তি বলা চলে।

সম্পর্কের ভাষা শুধুই বাক্যে প্রকাশ পায় না কিছু কথা কিছু অনুভূতির আদান-প্রদান নীরবেও হয় এই ছবি দেখতে বসলে সেটাই মনে হবে।

ছবির কাহিনি পান্নালালবাবুকে নিয়ে। তিনি ঝাড়গ্রামের কালিন্দীপুরের বাসিন্দা। একসময়ের ফুটবল খেলোয়াড় পান্নালাল আজ অবসরপ্রাপ্ত। স্থানীয় একটি ক্লাবের ফুটবল কোচ। একা থাকেন মফসসলে নিজের পুরনো ভিটেতে। ছেলে পলাশ শহরের এক কর্পোরেট সেলস কোম্পানির ম্যানেজার। নিজের কর্মজীবন নিয়ে লড়াই করে সে, চাকরি বাঁচানোর লড়াই। টিকে থাকার প্রতিযোগিতা। পান্নালালের বাড়িটির বেশ ভগ্নদশা, চারপাশ থেকে ভেঙে পড়ছে, যে কোনও মুহূর্তে ঘটে যেতে পারে বিপদ। একদিন তো তাঁর পাশেই একটা চাঙড় ভেঙে পড়ে। এমতাবস্থায় বাড়ির মেরামতি খুব জরুরি কিন্তু পান্নালালের ছেলে পলাশের পক্ষে অত বড় বাড়ির মেরামতির খরচ একসঙ্গে বহন করা সম্ভব নয়। তার জন্য সময় লাগবে। তাই বাবাকে সে নিয়ে আসে শহরে নিজের কাছে। দুজনের সম্পর্ক তেমন মধুর নয় তবু প্রয়োজনের খাতিরে একে অপরকে মানিয়ে চলা শুরু করে তাঁরা। জেনারেশন গ্যাপ, দুই প্রজন্মের মধ্যে চিন্তা-ভাবনার ফারাক, পুরনো আর নতুনের টানাপোড়েন, এক প্রজন্মের অন্য প্রজন্মকে বুঝতে না চাওয়া বা পরস্পরের চাহিদা বুঝতে না পারা আমাদের সমাজের এক চিরকালীন সমস্যা। এই সংকটেই বাড়ির বয়স্ক মানুষ বা বাবা-মায়েদের সঙ্গে দূরত্ব বাড়ে এ-যুগের ছেলেমেয়েদের। বয়স্ক মানুষেরা নিজের মূল্যবোধ আঁকড়েই বাঁচতে চায়। আর নতুনেরা নতুন ভাবনায়। আসলে মতামতের ভিন্নতা থাকলেও একটা সম্পর্কে ন্যূনতম সহানুভূতি, সহযোগিতা এবং কৃতজ্ঞতার মনোভাব থাকা জরুরি এটা আমরা ভুলে যাই। আর তাতেই বাধে যতো গোলমাল। মধ্যবিত্ত জীবনের খুব চেনা একটা ছবি নিয়েই গল্প বুনেছেন পৃথা চক্রবর্তী ‘ফেরা’ ছবিতে।

এমন ছবির ভাবনা প্রসঙ্গে পৃথা জানালেন, বেশ কয়েক বছর আগে আমার বাবার গুরুতর হার্টের সমস্যা ধরা পড়ে। আমাদের পৈতৃক বাড়ি রানাঘাটে। ওই সময় প্রায় জোর করেই বাবাকে কলকাতায় আমার কাছে নিয়ে আসি। বাবা যতদিন আমার কাছে ছিলেন বা হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন, চিকিৎসা চলাকালীন তখন খালি বলতেন সুস্থ হলেই রানাঘাট চলে যাব। প্রথমে বিষয়টা পুরোপুরি অনুধাবন করতে না পারলেও পরে বাবা যখন নেই তখন বুঝলাম কেন বারবার নিজের জায়গায় ফিরতে চাইতেন, কেন বয়স্ক মানুষেরা পুরনোকে আঁকড়েই বাঁচতে চান। কোন মূল্যবোধ কাজ করে এই ভাবনার পিছনে। তখন থেকেই আমার এমন একটা প্লটের কথা মাথায় আসে।

ছবিতে সঞ্জয় মিশ্রকে আর্টিস্ট করার বিষয় পৃথা বললেন, ‘যখন গল্পটা লিখছি তখন ভেবেছিলাম সঞ্জয় মিশ্র এই চরিত্রটা করলে সবচেয়ে বেশি মানাবে। কিন্তু একটা আশঙ্কা ছিল উনি হয়তো সময় দিতে পারবেন না। প্রযোজককে বললাম। এরপর ওনাকে যখন স্ক্রিপ্ট শোনাতে মুম্বই গেলাম শুধু গল্পটা শুনেই এককথায় রাজি হয়ে গেলেন।’ এই ছবির কাহিনি, চিত্রনাট্য এবং সংলাপ— সবটাই করেছেন পৃথা চক্রবর্তী নিজে।

প্রথমবার বাংলা ছবিতে কাজ অভিনেতা সঞ্জয় মিশ্রের। যাঁর শৈশবের অনেকটা পর্ব কেটেছে কলকাতায়। বাবা এখানেই থাকতেন ভবানীপুরে। ছোটবেলায় মহালয়া শুনতেন ফলে কলকাতা— এখানকার মানুষজন, দুর্গাপুজো, মহালয়া সবটাই সঞ্জয় মিশ্রের খুব শান্তির একটা জায়গা। ফলে বাংলার সংস্কৃতিকে আপন করে ফেলেছেন বহু আগেই। তাই বাংলা ছবিতে কাজ করতে পারাটা তাঁর কাছেও ছিল প্রাপ্তির। এই প্রসঙ্গে সংবাদমাধ্যমে অভিনেতা জানান, যখন এই ছবিটা করার প্রস্তাব আসে, আমি বলেই দিয়েছিলাম ট্রিপিকাল বাবার চরিত্র হলে অভিনয় করতে চাই না। কিন্তু গল্পটা শোনার পর মনে হয়েছিল এই চরিত্রে অভিনয় করতেই হবে। বাংলা ছবি আমার কাছে খুব ইমোশনাল একটা জায়গা। যদিও খুব দ্রুত বাংলা বলতে পারি না। কিন্তু কোনও অসুবিধে হয়নি। পৃথা খুব ভাল পরিচালক। পৃথার চিত্রনাট্যে ভীষণ আবেগ রয়েছে, তা শুধু চিত্রনাট্যেই সীমিত থাকেনি ইউনিটের আমরা সবাই সেই আবেগকে অনুভব করেছি। একজন অভিনেতা হিসেবে আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি যে, এমন একটি গল্পের মাধ্যমে বাংলা ছবিতে আমার যাত্রা শুরু হল।’

ছবিতে সঞ্জয় মিশ্র এবং ঋত্বিক চক্রবর্তী ছাড়াও রয়েছেন অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা সরকার, সোহিনী সরকার, সুব্রত দত্ত প্রমুখ। ভাষার একটু সমস্যা থাকলেও সঞ্জয় মিশ্র তাঁর অভিনয়গুণে সবটা উতরে গেছে। ছেলে পলাশের চরিত্রে ঋত্বিক চক্রবর্তীকে ছাড়া হয়তো অন্য কাউকে এতটা মানাত না। বাদবাকি সবাই যথাযথ অভিনয় করেছেন। এই ছবির সিনেমাটোগ্রাফি করেছেন শুভঙ্কর ভড়। ছবিতে দুটো গান রয়েছে। ‘চলো আজ আবার’ গানটির সুরকার, গীতিকার এবং গায়ক রণজয় ভট্টাচার্য, আরেকটি গান লিখেছেন এবং সুর করেছেন নীলাঞ্জন ঘোষাল, গানটি গেয়েছেন দেবরাজ ভট্টাচার্য। ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোরও করেছেন রণজয় ভট্টাচার্য। এই ছবির প্রযোজক প্রদীপকুমার নন্দী (নন্দী মুভিজ)।

মাঠে ময়দানে

19 June, 2026 • Friday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ছবিতে বিশ্বকাপ

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মাঠে ময়দানে

19 June, 2026 • Friday • Page 13 || Website - www.jagobangla.in

ফরাসি ডিফেন্ডার ইব্রাহিম কোনাতেকে চুক্তিবদ্ধ করল রিয়াল মাদ্রিদ

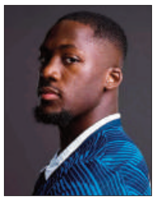

ব্যর্থ রোনাল্ডোর পাশে কোচ

হিউস্টন, ১৮ জুন : বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে ব্যর্থ ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী লিওনেল মেসি যেখানে প্রথম ম্যাচেই হ্যাটট্রিক করেছেন, সেখানে ডিআর কঙ্গো ম্যাচে গোল পাননি পর্তুগিজ মহাতারকা। খেলা শেষ হওয়ার পর মেসি মেসি ধ্বনি তুলে বিদ্রুপ করেন দর্শকদের একাংশ।

রোনাল্ডো ভাঙলেও অবশ্য মচকাচ্ছেন না। তাঁর বার্তা, যেভাবে শুরুটা করতে চেয়েছিলাম, সেটা হল না। তবে কঙ্গো ম্যাচ এখন অতীত। আমাদের ফোকাস এখন পরের ম্যাচে। কঙ্গো ম্যাচ নিয়ে রোনাল্ডোর প্রতিক্রিয়া, আমি কোনও খামতি খুঁজে পাচ্ছি না। এটাই তো ফুটবল। আমরা জিততে পারতাম। ওরাও হারতে পারত। কিন্তু সেটা হয়নি। খেলা ড্র হয়েছে। একটা খেলা দেখে প্রশ্ন তোলার কিছু নেই।

তবে রোনাল্ডো যাই বলুন না কেন, পর্তুগালের খেলা দেখে একবারও মনে হয়নি কোনও পরিকল্পনা রয়েছে। সবচেয়ে খারাপ দেখায় রোনাল্ডোকে। হাতে গুনে বলা যাবে, ক'টি বল ধরেছেন তিনি। না একটি ভাল সুযোগ তৈরি করতে পেরেছেন, না বাকিদের করে দেওয়া সুযোগ কাজে লাগাতে পেরেছেন। দ্বিতীয়ার্ধে যে দু'টি বল রোনাল্ডোর উদ্দেশে বাড়িয়েছিলেন ফ্রান্সিসকো কনসেসাও, তার অন্তত একটি থেকে গোল করা অবশ্যই উচিত ছিল। রোনাল্ডো দু'বারই বলে ঠিকঠাক পা লাগাতে পারেননি। হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন।

পর্তুগাল অধিনায়কের কড়া সমালোচনা করেছেন ফরাসি কিংবদন্তি থিয়েরি অঁরি। তিনি বলেন, ক্রিশ্চিয়ানো স্বার্থপর। ওকে বুঝতে হবে, ব্যক্তিগত গোলের থেকেও দলের জয় অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ওর জন্য ব্রুনো ফার্নান্ডেজ নিশ্চিত গোল থেকে বঞ্চিত হয়েছে। নিজে তাড়াহুড়ো করে শট নিয়ে গিয়ে দলকে ডোবাল।

কঠিন সময়ে অবশ্য রোনাল্ডোর পাশেই দাঁড়িয়েছেন রবার্তো মার্টিনেজ। পর্তুগাল কোচ বলছেন, ক্রিশ্চিয়ানো যে কোনও দলের সম্পদ। মাঠে ওর উপস্থিতি যে কোনও দলকে চাপে ফেলে দেয়। কেন তিনি রোনাল্ডোকে তুলে নিলেন না? এই প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে মার্টিনেজ বলেছেন, আমার দলে বিশ্বের অন্যতম সেরা গোলস্কোরার আছে। দলের যখন গোলের প্রয়োজন, তখন ওকে কেন তুলে নেব?

তবে দলের খেলায় খুশি নন পর্তুগাল কোচ। তাঁর বক্তব্য, আমরা শুরুটা অসাধারণ করেছি। ম্যাচের শুরুতে গোলও পেয়ে গিয়েছিলাম। সাধারণত যে কোনও দল ওই জায়গা থেকে ব্যবধান বাড়ানোর চেষ্টা করবে। কিন্তু আমরা নিয়ন্ত্রণ হারালাম। যা একেবারেই প্রত্যাশিত ছিল না।

সনদের মহড়ায় ড্রোন, ক্ষুব্ধ কোচ

জোপোপান, ১৮ জুন : মেক্সিকোর বিরুদ্ধে 'এ' গ্রুপের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে নামার আগে ড্রোন সমস্যায় দক্ষিণ কোরিয়া। শুক্রবার ভারতীয় সময় সকাল সাড়ে ছ'টায় খেলা মেক্সিকোর জোপোপান শহরে। উদ্বোধনী ম্যাচে মেক্সিকো হারিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকাকে। অন্যদিকে, এশিয়ার অন্যতম শক্তি দক্ষিণ কোরিয়া ২-১ গোলে হারিয়েছে চেক প্রজাতন্ত্রকে। গ্রুপ সেরা হয়ে নক আউট পর্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই ম্যাচ দু'টি দলের কাছেই গুরুত্বপূর্ণ। নতুন লড়াইয়ের আগে মেক্সিকোর গুয়াদালাহারায় সন হিউং মিনদের রুদ্ধদ্বার অনুশীলন চলাকালীন একটি ড্রোন আকাশে উড়তে দেখা যায়। অজ্ঞাত ড্রোনটিকে মেক্সিকোর সামরিক বাহিনীর জওয়ানরা সিগন্যাল জ্যাম করে গুলি করে নামান। গুপ্তচরবৃত্তির আশঙ্কায় কোরিয়ান ফুটবল ফেডারেশনের তরফে ফিফা ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে তদন্তের দাবি জানানো হয়েছে। ড্রোনটি কে বা কারা নিয়ন্ত্রণ করছিল, কিংবা ম্যাচের আগে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রস্তুতির তথ্য সংগ্রহের জন্য ব্যবহার হচ্ছিল কি না, তা জানা যায়নি। তবে সন হিউং মিনদের কোচ জানিয়েছেন, যা ঘটেছে তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। এদিকে, দুই দলেই অল্প চোট-আঘাত রয়েছে। তবে মেক্সিকোর গ্যালারিকে চুপ করিয়ে দিতে চায় কোরিয়া।

অনুশীলনে কোরিয়ান তারকা সন।

মোহনবাগানে রাহুল, চোখ এবার ডার্বিতে

প্রতিবেদন : দলবদলে চমক দিয়েই চলেছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। বিদেশি সইয়ের পাশাপাশি নামী ভারতীয় ফুটবলার সই করিয়ে নতুন মরশুমের জন্য দল আরও শক্তিশালী করছে সবুজ-মেরুন। এবার জাতীয় দলের অভিজ্ঞ ডিফেন্ডার রাহুল ভেকের চুক্তির কথা ঘোষণা করল ক্লাব। বেঙ্গালুরু এফসি থেকে এক বছরের চুক্তিতে মোহনবাগানে যোগ দিলেন রাহুল। তাঁর অন্তর্ভুক্তি সবুজ-মেরুন ডিফেন্সকে আরও শক্তিশালী করল।

আগে ইস্টবেঙ্গলের হয়ে কলকাতায় খেলে যাওয়া রাহুল মূলত সেন্টার ব্যাক। পাশাপাশি খেলতে পারেন রাইট ব্যাকেও। জাতীয় দলের জার্সিতে ৫০টির বেশি ম্যাচ খেলার পাশাপাশি দেশের অধিনায়কত্বও করেছেন রাহুল। গত কয়েক বছর আইএসএলে চুটিয়ে খেলেছেন। সেট পিস থেকে একাধিক গোলও রয়েছে। কলকাতায় আগে ডার্বি খেলার অভিজ্ঞতা থাকায় সবুজ-মেরুন সমর্থকদের আবেগ, পরিবেশ এবং ক্লাবের ঐতিহ্য সম্পর্কে ধারণা রয়েছে তাঁর।

মোহনবাগানে সই করে রাহুল বলেছেন, যে কোনও ভারতীয় ফুটবলারের স্বপ্ন মোহনবাগানে খেলার। দেশের সেরা ক্লাবে খেলার সুযোগ পেয়ে আমি গর্বিত। নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে দলকে সাহায্য করতে চাই। মুম্বই, কেরল, বেঙ্গালুরুর হয়ে আইএসএল, সুপার কাপের প্রচুর ম্যাচ খেলেছি। ইস্টবেঙ্গলের জার্সি গায়ে ডার্বিতে গোল করেছিলাম এবং জিতেওছিলাম। এবার সেটা উল্টে দেওয়ার সুযোগ। মোহনবাগানের নজরে রয়েছেন মুম্বই সিটির তারকা ভারতীয় উইঙ্গার লালিয়ানজুয়ালা ছাংতেও।

আইপিএল শুরু হতে পারে ১০ মার্চ

মুম্বই, ১৮ জুন : আগেই ইঙ্গিত মিলেছিল। এবার আইপিএলের নতুন সময় করল বিসিসিআই। সরকারিভাবে ঘোষণা না হলেও ভারতীয় বোর্ডের সচিব দেবজিৎ সইকিয়া জানিয়েছেন, আইপিএলের উইন্ডো গরম ও প্রাক-বর্ষার কারণে কিছুটা এগিয়ে আনার পরিকল্পনা করা হয়েছে। আগামী মরশুমের আইপিএল ১০ মার্চ শুরু হতে পারে। শেষ হতে পারে ১৫ মে। ওই সময় গরমের কারণে প্রতিযোগিতা অন্তত ১৫ দিন আগে শুরু করার চেষ্টা চলছে। ফলে প্রায় দুই সপ্তাহ আগেই টুর্নামেন্ট শেষ করা যাবে।

সংবাদসংস্থা পিটিআই-কে বোর্ড সচিব বলেছেন, মাঝে বিরতির জন্য আইপিএল গত বছর এক সপ্তাহ বাড়াতে হয়েছিল। ফলে প্রাক-বর্ষার মরশুমে গিয়ে টুর্নামেন্ট শেষ করতে হয়। এবারও প্রতিযোগিতা ৩১ মে পর্যন্ত চলল। দেশের কয়েকটি জায়গায় অত্যধিক গরম ও বৃষ্টির প্রভাব পড়েছে ম্যাচে। তাই ভাবনাচিন্তা চলছে, অন্তত ১৫ দিন আগে যাতে টুর্নামেন্ট শুরু করা যায়। তাতে আগে শেষও হবে টুর্নামেন্ট।

লিগ আরও লম্বা হওয়ার সম্ভাবনা এখন নেই, জানিয়েছেন বোর্ড সচিব। ফলে আপাতত ৭৪ ম্যাচেরই প্রতিযোগিতা হবে।

সৌদি ম্যাচে হয়তো শুরুতেই ইয়ামাল

আটলান্টা, ১৮ জুন : বিশ্বকাপ জয়ের দৌড়ে এবার স্পেনকে অন্যতম দাবিদার বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। অভিজ্ঞতা এবং তারুণ্যের ভারসাম্যে চমৎকার দল বেছেছেন কোচ লুই দে লা ফুয়েন্তে। কিন্তু শুরুতেই ছন্দপতন! প্রথমবার বিশ্বকাপ খেলা কেপ ভার্দের কাছে আটকে গিয়ে বিপাকে ২০১০ সালের চ্যাম্পিয়নরা।

ফিটনেসের কারণে তরুণের তাস লামিনে ইয়ামালকে কেপ ভার্দে ম্যাচে শুরুতে মাঠে নামাননি ফুয়েন্তে। যদিও সেদিন বিরতির পর হাফ ফিট ইয়ামাল ও নিকো উইলিয়ামসকে খেলাতে বাধ্য হয়েছিলেন স্প্যানিশ কোচ। তবে সুখবর হল, ইয়ামাল পুরোপুরি ফিট হয়ে উঠেছেন। সতীর্থদের সঙ্গে চুটিয়ে অনুশীলনও করছেন বার্সেলোনা তারকা। আগামী রবিবার সৌদি আরবের বিরুদ্ধে ম্যাচ ইয়ামালকে শুরু থেকেই খেলানোর কথা ভাবছেন ফুয়েন্তে।

এদিকে, ইয়ামালকে নিয়ে নিজের মুগ্ধতা উজাড় করে দিয়েছেন স্প্যানিশ ডিফেন্ডার মার্ক কুকুরেয়া। সদ্য রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দেওয়া কুকুরেয়া বলছেন, ইয়ামাল এখন আগের থেকে অনেক বেশি পরিণত। ওকে সেই ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ থেকেই খুব কাছ থেকে দেখছি। এই বয়সেই বেশ কয়েক বছর পেশাদার ফুটবলে কাটিয়ে ফেলেছে। ফলে কোন পরিস্থিতিতে কী করতে হবে, সেটা ও ভাল করেই জানে।

সতীর্থদের সঙ্গে ইয়ামাল।

আজ পরীক্ষা নীরজের

দোহা, ১৮ জুন : পিঠের চোট সারিয়ে অবশেষে ট্র্যাকে ফিরছেন জোড়া অলিম্পিক পদকজয়ী ভারতীয় জ্যাভলিন থ্রোয়ার নীরজ চোপড়া। দোহা ডায়মন্ড লিগে শুক্রবার নামছেন নীরজ। দোহায় আগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন ভারতীয় তারকা। প্রতিযোগিতায় প্যারিস অলিম্পিকে সোনাজয়ী পাক জ্যাভলিন থ্রোয়ার আর্শাদ নাদিম অংশ নিচ্ছেন না। তবে সম্প্রতি ৯০ মিটারের উপর জ্যাভলিন ছোঁড়া শ্রীলঙ্কার রুমেশ পাথিরাগে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী নীরজের।

মাঠে ময়দানে
19 June, 2026 • Friday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

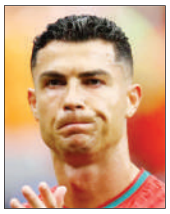

রোনাল্ডোর বয়স হয়ে গিয়েছে, খোঁচা ডিআর কঙ্গোর মিডফিল্ডার এনগালায়েল মুকাউয়ের

কেনের জোড়া গোলে দুরন্ত জয় ইংল্যান্ডের

ইংল্যান্ড ৪ ক্রোয়েশিয়া ২

দ্বিতীয় গোলের পর উচ্ছ্বসিত হ্যারি কেন। ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে।

টেক্সাস, ১৮ জুন : চলতি বিশ্বকাপের অন্যতম সেরা ম্যাচের সাক্ষী রইল টেক্সাস। হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে ক্রোয়েশিয়াকে ৪-২ গোলে হারিয়ে বিশ্বকাপ শুরু ইংল্যান্ডের। এই ম্যাচে সবার নজর ছিল হ্যারি কেন ও লুকা মদ্রিচের দিকে। কেন জোড়া গোল করে নায়ক বনে গেলেন। অন্যদিকে, ইংল্যান্ডকে পেনাল্টি উপহার দিয়ে খলনায়ক মদ্রিচ! বিরতির আগে দু'বার পিছিয়ে পড়েও সমতা ফিরিয়েছিল ক্রোয়েশিয়া। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে ইংল্যান্ডের আগ্রাসী ফুটবলের সামনে উড়ে গেল ক্রোটদের যাবতীয় প্রতিরোধ।

ম্যাচের ৮ মিনিটেই মদ্রিচ নিজেদের বক্সে ফাউল করেন নোনি মাদুয়েকেকে। রেফারি পেনাল্টির নির্দেশ দেন। কেনের প্রয়াস ক্রোয়েশিয়া গোলকিপার ডোমিনিক লিভাকোভিচ বাঁচিয়েও দেন। তবে সেই প্রয়াস বাতিল হয়ে যায়। কারণ কেন শট মারার আগেই লিভাকোভিচ গোললাইন ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন। দ্বিতীয় প্রয়াসে কেন গোল করতে ভুল করেননি। পিছিয়ে পড়েও হাল ছাড়েনি ক্রোয়েশিয়া। ৩৬ মিনিটে দুরন্ত শটে গোল করে ১-১ করে দিয়েছিলেন মার্তিন বাতুরিনা।

যদিও ফের এগিয়ে যেতে পাঁচ মিনিটের বেশি সময় নেয়নি ইংল্যান্ড। ডেকলান রাইসের কর্নার থেকে হেডে বল জালে জড়ান। এবারও ক্রোয়েশিয়ার রক্ষণ দায়ী। কেনকে ফাঁকা ছেড়ে দেওয়ার মাশুল দিয়েছে তারা। এই ইংল্যান্ডের হয়ে বিশ্বকাপে ১০টি গোল করে ফেললেন কেন। যুগ্ম ভাবে শীর্ষে গ্যারি লিনেকারের সঙ্গে। যদিও সমতা ফেরাতে সময় নেয়নি ক্রোয়েশিয়া। চার মিনিট পরে ইভান পেরিসিচের পাস থেকে গোল করেন পেতার মুসা।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ফের এগিয়ে যায় ইংল্যান্ড। প্রায় একক প্রয়াসে অসাধারণ গোল করেন জুড বেলিংহ্যাম। এরপর ৮৫ মিনিটে বুকায়ো সাকার পাস থেকে ৪-২ করেন মার্কাস র‍্যা শফোর্ড। চূড়ান্ত হতাশ করলেন মদ্রিচ। দ্বিতীয়ার্ধের মাঝামাঝি তাঁকে তুলে নিতে বাধ্য হন ক্রোয়েশিয়া কোচ।

এদিকে, ম্যাচের পর ইংল্যান্ডের গোলকিপার জর্ডন পিকফোর্ড দলের কৃতিত্ব দিয়েছেন কোচ টমাস টুহেলকে। মজার কথা, ম্যাচ চলাকালীন নির্দেশ অমান্য করাতে কোচের ধমক খেতে হয়েছিল পিকফোর্ডকে। যদিও তিনি বলেছেন, বিরতির পর আমরা নিজেদের স্বাভাবিক খেলাটা খেলেছি। এর কৃতিত্ব পুরোপুরি কোচের। হাফ টাইমে ওঁর পেপে টক আমাদের তাতিয়ে দিয়েছিল। কোচ বলেছিলেন, ভয় পাওয়ার কী আছে? সবচেয়ে খারাপ কী হতে পারে? আমরা হারব। তাতে চাপ নেই। সবাইকে দেখিয়ে দাও, আমরা কী করতে পারি। সবাইকে দেখিয়ে দাও, তোমরা কতটা ভয়ঙ্কর।

কলম্বিয়ার নায়ক দিয়াজ

কলম্বিয়া ৩ উজবেকিস্তান ১

মেক্সিকো সিটি, ১৪ জুন : প্রথমবার বিশ্বকাপ খেলা উজবেকিস্তানকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে কলম্বিয়া। ২০২২ সালে কাতার বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ পায়নি কলম্বিয়া। তবে এবার প্রথম ম্যাচেই লুইস দিয়াজের জাদুতে চেনা ছন্দে ফিরল তারা। প্রথমার্ধের শেষ দিকে গোল করে কলম্বিয়াকে এগিয়ে দেন ড্যানিয়েল মুনোজ। হাল না ছেড়ে দ্বিতীয়ার্ধে সমতা ফেরায় উজবেকিস্তান। গোল করেন আব্বোসেবেক ফায়জুলায়েভ। যদিও ৫ মিনিট পর আবার কলম্বিয়াকে এগিয়ে দেন লুইস দিয়াজ। খেলা শেষ হওয়ার এক মিনিট আগে লাতিন আমেরিকার দলের হয়ে তৃতীয় গোল করেন জেমিনটন ক্যাম্পাজ। কলম্বিয়ার এই জয়ে চাপ বাড়ল পর্তুগালের। কারণ তিন পয়েন্ট পেয়ে আপাতত 'কে' গ্রুপের শীর্ষে রয়েছে কলম্বিয়া। অন্যদিকে, ১ ম্যাচ খেলে পর্তুগালের পয়েন্ট ১। ২৩ জুন গুয়াদালাহারায় ডিআর কঙ্গোর মুখোমুখি হবে কলম্বিয়া। অন্য দিকে, একই দিনে হিউস্টনে পর্তুগালের কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে উজবেকিস্তান।

চেকদের রুখে দিল দুরন্ত দক্ষিণ আফ্রিকা

চেক প্রজাতন্ত্র ১ দক্ষিণ আফ্রিকা ১

গোলের পর মোকোয়েনার উচ্ছ্বাস।

আটলান্টা, ১৮ জুন : নিজেদের প্রথম ম্যাচ হারায় দুই দলের কাছে ছিল বিশ্বকাপে টিকে থাকার লড়াই। হারলে নক আউট পর্বে খেলার সম্ভাবনা কার্যত শেষ হয়ে যেত। সেই লড়াইয়ে ধারে-ভারে এবং ফিফা ক্রমতালিকায় এগিয়ে থাকা চেক প্রজাতন্ত্রকে রুখে দিয়ে প্রথমবার বিশ্বকাপের নক আউটে খেলার আশা বাঁচিয়ে রাখল দক্ষিণ আফ্রিকা। শুরুতে পিছিয়ে পড়েও দ্বিতীয়ার্ধে দুরন্ত ফুটবল খেলে শেষ মুহূর্তে পেনাল্টি থেকে করা গোলে ম্যাচ ১-১ ড্র করল 'বাফানা বাফানা'।

প্রথম একাদশে পাঁচটি পরিবর্তন করেছিল চেক। তিন স্ট্রাইকারের আক্রমণাত্মক ছকে শুরু করে পাঁচ মিনিটের মাথায় গোল করে এগিয়ে যায় চেক। ডান প্রান্ত ধরে একটা লম্বা থ্রো ধরে বক্সে বল বাড়ান হ্লোজেক। সেখানে সোইকার সঙ্গে ওয়ান-টু খেলে নিচু শটে বল জালে জড়ান চেক প্রজাতন্ত্রের সাদিলেক। পিছিয়ে পড়ে দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচে সমতা ফেরাতে মরিয়া হলেও ৮২ মিনিট পর্যন্ত লিড ধরে রাখে চেক। ৮৩ মিনিটে বক্সে হ্যান্ড-বলের কারণে পেনাল্টি থেকে গোল করে ম্যাচে সমতা ফেরায় দক্ষিণ আফ্রিকা। গোল করেন তেবোহো মোকোয়েনা।

'এ' গ্রুপের এই ম্যাচ ড্র হওয়ায় শুক্রবার দক্ষিণ কোরিয়া বনাম মেক্সিকো ম্যাচে কোনও দল যদি জয় পায়, তাহলে সেই দলই হবে চলতি বিশ্বকাপের শেষ ৩২ পর্বে (নক আউট) নিজেদের জায়গা নিশ্চিত করা প্রথম দল। দু'দলেরই এক ম্যাচ খেলে ৩ পয়েন্ট। চেক ও দক্ষিণ আফ্রিকার ২ ম্যাচ খেলে ১ পয়েন্ট।

শেষ মুহূর্তে জয় ছিনিয়ে নিল ঘানা

ঘানা ১ পানামা ০

গোলের উচ্ছ্বাস ইরেনকির।

টরন্টো, ১৮ জুন : পানামার বিরুদ্ধে শেষ মুহূর্তের গোলে জয় ছিনিয়ে নিল ঘানা। অথচ ম্যাচে তুলনামূলকভাবে বেশি দাপট দেখিয়েছে পানামা। কাগজে-কলমে এগিয়ে থাকা আফ্রিকান প্রতিপক্ষদের রীতিমতো চাপে রেখেছিলেন পানামার ফুটবলাররা।

ম্যাচের শুরুতেই ঘানাকে বিপদ থেকে বাঁচান গোলরক্ষক লরেন্স আতি জিগি। পানামার সেসিলিয়ো ওয়াটারম্যানের ভলি ডানদিকে ঝাঁপিয়ে রুখে দেন তিনি। ৩৮ মিনিটে ফের সুযোগ পায় পানামা। একটি ক্রস ক্লিয়ার করার পর বল পৌঁছে গিয়েছিল জিওভানি র‍্যামোসের কাছে। কিন্তু তাঁর শট অল্পের জন্য পোস্টের বাইরে চলে যায়। ঘানার প্রথমার্ধে গোল লক্ষ্য করে একটিও শট নিতে পারেনি। চলতি বিশ্বকাপে যা নজির। তবে ৪৮ মিনিটে জোনাস আদজেতের হেড পানামার গোলরক্ষক ওর্লান্ডো মসকেরা বিপন্মুক্ত করেন।

বিরতির পরে খেলার গতি অনেকটাই বেড়ে যায়। সুযোগ তৈরি হলেও শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত গোলের দেখা পাচ্ছিল না কোনও দলই। একটা সময় মনে হয়েছিল, ম্যাচটা ড্র হতে চলেছে। কিন্তু সংযুক্ত সময়ের একেবারে শেষ মুহূর্তে সেলেব ইরেনকির গোলে নাটকীয় জয় ছিনিয়ে নেয় ঘানা।

ফর্মুলা ওয়ান প্রযুক্তিতে তরতাজা মেসিরা

কানসাস সিটি, ১৮ জুন : টানা দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপ জয়ের লক্ষ্যে শুরুটা দুর্দান্ত করেছে আর্জেন্টিনা। প্রথম ম্যাচেই লিওনেল মেসির হ্যাটট্রিকে আলজিরিয়াকে ৩-০ গোলে বিধ্বস্ত করেছে আলবিসেলেস্তেরা। তবে মাঠের প্রতিপক্ষের থেকেও কোচ লিওনেল স্কালোনিকে বেশি চিন্তায় রাখছে মার্কিন মুলুকের তীব্র গরম।

মেসিদের বেস ক্যাম্প যেখানে, সেই কানসাস সিটির তাপমাত্রা প্রায় ৩৬ ডিগ্রি ছুঁই-ছুঁই। এই তীব্র গরমের সঙ্গে মানিয়ে নিতে এবং খেলোয়াড়দের দ্রুত সতেজ করে তুলতে দলটি ব্যবহার করেছে বিশেষ 'কুলিং ভেস্ট' বা জ্যাকেট। যা মূলত ফর্মুলা ওয়ানের চালকরা ব্যবহার করে থাকেন। আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের কিটস স্পনসর সংস্থা

এই কুলিং ভেস্ট তৈরি করেছে। এই ভেস্টে থাকে একাধিক পকেট। যেখানে থাকে একধরনের ঠান্ডা জেল। যা ফুটবলারদের শরীরের তাপমাত্রা কমাতে সাহায্য করে। আগে এই জেলগুলোকে ঠান্ডা করা হয়, এর পর সেগুলি পরে নামেন প্লেয়াররা। একটা কুলিং ভেস্টের তাপমাত্রা সর্বনিম্ন ১৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস হতে পারে। রয়েছে বিশেষ বুটও। যা সহজে পা-কে গরম হতে দেয় না।

তবে আর্জেন্টিনা একা নয়, স্পেন দলও এই বিশেষ ভেস্ট ব্যবহার করছে বিশ্বকাপ চলাকালীন। স্প্যানিশ ফিটনেস কোচ কার্লোস ক্রুজ জানিয়েছেন, এই কুলিং ভেস্ট প্রযুক্তি খেলোয়াড়দের ক্লান্তি কমাতে ও দ্রুত কার্যক্ষমতা ফিরিয়ে আনতে কার্যকর ভূমিকা রাখে। এখন অনুশীলনের পর ব্যবহার হচ্ছে। ম্যাচ শুরুর আগেও ওয়ার্ম-আপ শেষে এবং ম্যাচ শুরুর মধ্যবর্তী সময়ে এটি ব্যবহার করা যেতে পারে।

গোল করে কেমন করে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে হবে, মেসিকে শিখিয়ে দিল খুদে ভক্ত

মাঠে ময়দানে

হাইতিকেও সমীহ করছে ব্রাজিল

ফিলাডেলফিয়া, ১৮ জুন : মরক্কোর বিরুদ্ধে ভিনিসিয়াস জুনিয়রের চোখধাঁধানো গোলে মান বাঁচিয়েছে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল। হেক্সা জয়ের (ষষ্ঠ বিশ্বকাপ) স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখার মিশনে গ্রুপের দ্বিতীয় ম্যাচে হাইতির বিরুদ্ধে তিন পয়েন্ট ঘরে তোল জরুরি সেলেকাওদের। তবে এই ম্যাচেও দলের তারকা ফুটবলার নেইমারকে পাচ্ছে না দল। তিনি দলের সঙ্গে ফিলাডেলফিয়ায় যাননি। দলের সঙ্গে খুব অল্প সময়ের জন্য অনুশীলন শুরু করলেও এখনও ফিটনেসে ঘাটতি রয়েছে নেইমারের। আগামী কয়েকদিনে নিজেকে আরও ভাল কন্ডিশনে আনতে পারলে গ্রুপের শেষ ম্যাচে স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে তাঁকে কিছু সময় খেলিয়ে দেখে নিতে পারেন কোচ কার্লো আনচেলোত্তি।

গ্রুপ ‘সি’-তে ব্রাজিল বনাম হাইতি ম্যাচটি ভারতীয় সময় শনিবার সকাল ছ’টায় ফিলাডেলফিয়া স্টেডিয়ামে। মরক্কো ম্যাচে হতশ্রী ফুটবলে পয়েন্ট নষ্টের কথা ভুলে হাইতির বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়ানোর শপথ রাফিনহাদের। নেইমার দলের সঙ্গে মিনিট ১০-১৫ বল পায়ে অনুশীলন করলেও বাকি সময়টা সাইডলাইনের ধারে ফিজিও ও মেডিক্যাল টিমের সদস্যদের সঙ্গে কাটিয়েছেন। হাইতি ম্যাচে তাঁকে নামিয়ে ঝুঁকি নিতে চাননি ব্রাজিল কোচ। ফলে বিশ্বকাপে আরও একটা নেইমারহীন ম্যাচে পরীক্ষা ভিনি-গুইমারেসদের। ডিফেন্ডার দানিলো বলেছেন, স্পেনের বিরুদ্ধে কেপ ভার্দে কীভাবে ডিফেন্স সামলেছে দেখেছে সবাই। আমরা প্রতিপক্ষকে সম্মান করি। আমাদের ম্যাচ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং জিততে হবে। প্রতিপক্ষকে চাপে রাখতে নেইমারের ফেরার অপেক্ষায় রয়েছেন ব্রাজিলীয় ডিফেন্ডার। দানিলো বলেছেন, নেইমারকে দু’জন খেলোয়াড় সবসময় মার্কিং করে। ফলে আক্রমণের সময় আমাদের একজন একা হয়ে যায়। এটা আমাদের খুব সাহায্য করে। প্রতিপক্ষের ভারসাম্য নষ্ট করে দিতে পারে নেইমার।

কোচ আনচেলোত্তি কৌশল বদলাতে পারেন। প্রথম একাদশে বদল নিশ্চিত। হাইতি রক্ষণে লোক বাড়িয়ে ব্রাজিলকে আটকানোর চেষ্টা করবে। বিপক্ষের রক্ষণব্যূহ ভাঙার পরীক্ষা ভিনিদের। অনুশীলনে ইঙ্গিত, মাঝমাঠে মরক্কোর বিরুদ্ধে ব্যর্থ কাসেমিরোকে হয়তো দ্বিতীয় সুযোগ দেবেন কোচ। কারণ, যোগ্য বিকল্প নেই। তবে লুকাস পাকেতার জায়গায় লুইস এনরিক এবং রাইট ব্যাকে রজার ইবানেজের পরিবর্তে দানিলো শুরু করতে পারেন। ব্রাজিলের দুর্বলতা দেখিয়ে দিয়েছে মরক্কো, ফাঁকফোকর ভরাট করে দলকে জয়ের সরণিতে ফেরানোর পরীক্ষা আনচেলোত্তির।

মহড়া ঘুরে দাঁড়ানোর পরীক্ষার আগে চূড়ান্ত পর্বের প্রস্তুতিতে কাসেমিরোরা। নেইমার নেই এই ম্যাচেও।

বিশ্বকাপে আজ

মেক্সিকো বনাম দক্ষিণ কোরিয়া
(সকাল ৬.৩০, জাপোপান)
আমেরিকা বনাম অস্ট্রেলিয়া
(রাত ১২.৩০, ওয়াশিংটন)
মরক্কো বনাম স্কটল্যান্ড
(রাত ৩.৩০, বোস্টন)
ব্রাজিল বনাম হাইতি
(শনিবার সকাল ৬টা)

সরাসরি ইউনাইট ৮ স্পোর্টসে

এলিয়েকে ভিসা দিল না কানাডা

টরন্টো, ১৮ জুন : চলতি বিশ্বকাপে ইতিমধ্যেই একটি ম্যাচ খেলে ফেলেছেন। কিন্তু শনিবার জার্মানি ম্যাচে খেলা হচ্ছে না আইভরি কোস্টের স্ট্রাইকার এলিয়ে ওয়াহির। কারণ তাঁকে ভিসা দিল না কানাডা সরকার। এলিয়ের বিরুদ্ধে ম্যাচ গড়াপেটার গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। এমনকী, বিশ্বকাপে আসার সপ্তাহ দুয়েক আগে ম্যাচ গড়াপেটার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছিল তাঁকে। পরে ছাড়া পেয়ে বিশ্বকাপে খেলতে এসেছেন। এত গুরুতর অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও কেন এলিয়েকে খেলতে দেওয়া হচ্ছে, তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। প্রসঙ্গত, ২৩ বছরের এলিয়ের বিরুদ্ধে ফ্রান্স পুলিশের তদন্ত চলছে। ১৭ জুন মেটজের বিরুদ্ধে তাঁর ক্লাব নিসের হয়ে ইচ্ছা করে হলুদ কার্ড দেখেছিলেন তিনি। ২৯ মে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। সাঁ এতিয়েনের বিরুদ্ধে দু’গোল করার পরেই পুলিশের জালে পড়েন এলিয়ে। জিজ্ঞাসাবাদের পর ছাড়া পান। তাঁর বিরুদ্ধে প্রতারণা, সংগঠিত ম্যাচ গড়াপেটা, আর্থিক তছরূপের অভিযোগ রয়েছে।

স্কটল্যান্ডের সামনে ইতিহাসের হাতছানি

প্রস্তুতি ম্যাকগিনদের।

বোস্টন, ১৮ জুন : ১৯৯৮ সালে ফ্রান্স বিশ্বকাপের ২৮ বছর পর এবার ফুটবলের মহযজ্ঞে প্রত্যাবর্তন ঘটিয়েছে স্কটল্যান্ড। আগের আট বারের প্রচেষ্টায় কখনও বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্বের বাধা টপকাতে পারেনি স্কটিশরা। এবার ৪৮ দলের টুর্নামেন্ট। আটটি সেরা তৃতীয় স্থানাধিকারী দলের সামনে সুযোগ রয়েছে নক আউটে খেলার। গ্রুপের প্রথম ম্যাচে হাইতিকে হারিয়েছে স্টিভ ক্লার্কের দল। ফলে দ্বিতীয় ম্যাচে মরক্কোর বিরুদ্ধে এক পয়েন্ট পেলেই নক আউট কার্যত নিশ্চিত করে ফেলবে স্কটল্যান্ড। আর তিন পয়েন্ট পেলে গ্রুপ ‘সি’-র শেষ ম্যাচে ব্রাজিলের বিরুদ্ধে চাপমুক্ত হয়ে খেলতে পারবে তারা। তবে ধারে-ভারে এগিয়ে থাকা মরক্কোর বিরুদ্ধে লড়াইটা কঠিন স্কট ম্যাকটোমিনেদের।

স্কটল্যান্ডের কোচ ক্লার্ক বলেছেন, হাইতির বিরুদ্ধে জিতলেও খুব বেশি সুযোগ আমরা তৈরি করতে পারিনি। আশা করি, মরক্কোর মতো ভাল দলের বিরুদ্ধে আমরা সেটা করতে পারব। তার জন্য আমাদের উন্নতি করতে হবে। ব্রাজিলের বিরুদ্ধে জয় হাতছাড়া করা আশরাফ হাকিমিরা অবশ্য স্কটল্যান্ডকে হারিয়ে নক আউট নিশ্চিত করতে মরিয়া।

মেসিই সর্বকালের সেরা রোনাল্ডো

কানসাস সিটি, ১৮ জুন : লিওনেল মেসিকে নিয়ে ‘সর্বকালের সেরা’ বিতর্কে যবনিকা টানার সময় এসেছে বলে মনে করেন ব্রাজিলের কিংবদন্তি ফরোয়ার্ড রোনাল্ডো নাজারিও। আলজিরিয়ার বিরুদ্ধে মেসির অনবদ্য হ্যাটট্রিকের পর বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টাইন অধিনায়ককে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন রোনাল্ডো। তিনি জানিয়েছেন, মেসির শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে আর কোনও সংশয় থাকা উচিত নয়।

আর্জেন্টিনা বনাম আলজিরিয়া ম্যাচ স্টেডিয়ামে বসে দেখেছেন রোনাল্ডো। ম্যাচের পর পর্তুগিজ সংবাদমাধ্যম ‘আ বোলা’-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বিশ্বকাপজয়ী রোনাল্ডো বলেছেন, এখন সময় এসেছে যাবতীয় আশঙ্কা, বিতর্ক বন্ধ করে সত্যিটা মেনে নেওয়ার যে, লিও মেসিই সর্বকালের সেরা ফুটবলার। প্রতি মরশুমে, প্রতিটি বড় টুর্নামেন্টে, এমনকী বিশ্বকাপেও সে নিজেকে প্রমাণ করে চলেছে। এরপরও যদি কারও মনে সংশয় থাকে, তাহলে আর কিছু বলার নেই।

ব্রাজিলের হয়ে দু’বার বিশ্বকাপ জেতা এই ফুটবলারের মতে, মেসির জন্যই কানসাসে ১৬ জুনের ম্যাচটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে। রোনাল্ডো বলেন, এটি একটি অবিস্মরণীয় এবং ঐতিহাসিক রাত। ফুটবল ইতিহাসে এই ম্যাচ স্থায়ী জায়গা পাবে। সেটা শুধু মেসির জন্যই।

২০১৪ সালের আগে পর্যন্ত ১৫ গোল দিয়ে বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ গোলদাতা ছিলেন ব্রাজিলের রোনাল্ডোই। ২০১৪ ব্রাজিল বিশ্বকাপে রোনাল্ডোর সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ড ভেঙে দেন জার্মানির মিরোস্লাভ ক্লোজে। ১২ বছর পর প্রাক্তন জার্মান তারকার ১৬ গোলের নজির স্পর্শ করেছেন মেসি। আলজিরিয়ার বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিকের পথে আট বারের ব্যালন ডি’অর জয়ী টপকে গিয়েছেন রোনাল্ডোকে। মেসির এই কীর্তি নিয়ে ব্রাজিলীয় তারকার বক্তব্য, রেকর্ড গড়া হয় ভাঙার জন্যই। আর যে আমার রেকর্ড ভেঙেছে, সে আমাকে বিস্মিত করেনি। বিশ্বের কোনও ফুটবলভক্তই বিস্মিত হতে পারে না।

মাঠে ময়দানে

19 June, 2026 • Friday • Page 16 || Website - **www.jagobangla.in**

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ছবিতে বিশ্বকাপ